প্রথম অধ্যায় সূচনা (Introduction)

১. মালদহ জেলার সাধারণ পরিচয়

১.১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মালদহ

ইতিহাস সমৃদ্ধ জেলা মালদহ। একে ইতিহাসের আকরভূমিও বলা যেতে পারে। এই জেলার গ্রামে-গঞ্জে,নগরে, প্রান্তরে, পথে ও পথের ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাসের স্পর্শ, বহু কাহিনি, স্মারক ও সৌধ। স্বল্পপরিসরে এই জেলার সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত ইতিহাস ব্যাখ্যা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে এই সুপ্রাচীন ইতিহাসের ধারাক্রমের একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত করা হল। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনায় এই জেলার ইতিহাস সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে তা বেশ মনোগ্রাহী " In the *ancient time*, it was a part of the kingdom of Paundra-bardhana ruled by Paundra, the youngest son of king Bali. The area was an important unit of administration of the Gupta Empire during the reign of emperor Samudra Gupta. Dharmaditya was an independent king of this area in 3rd century. A.D. In 5th century. A.D. Ishan Barma, the king of Magadha attacked this area and ruled over there for a considerable period of time. During the rule of Sasanka the area was called "Gaur" and during this reign the kingdom was independent and powerful in the Eastern region of the country. He changed the name of 'Pundra Bardhan' into 'Gour' and established his own kingdom. In 600 A.D. Gopaldev became the king of Gour and he made the kingdom of Gour a powerful one with the capital at Gour town, 16 miles north east of Maldah Town. In the 7th century, during the rule of Pala kings like Dharmapala and Devpala, the kigdom of Gour flourished as a great power in Bengal. Moreover, during the rule of Ballal sen of the Sen Dynasty in 12th century and 13th century Gour as a state became very powerful in the country. But unfortunately, during the reign of king Lakshman Sen, the rule of Hindu kings in the History of Bengal came to an end. After the advent of the *Muslim Period* in Bengal, Ilias Shaw founded a powerful kingdom of Gour. Sultans like Nasiruddin and Hasan shaw (1493-94) consolidated their position and controlled the different parts of Bengal from the twin cities of Gour and Pandua. The kingdom of Gour became an important centre of trade during the Medieval peried of history of Bengal. During 1676, the Dutch built a Kuthi in Maldah town for trading purpose." [১]

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও পৌন্ড্রবর্ধন নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন "The chinese traveller Hiuen Tsang, who visited India from 629 to 645 A.D., describes Panduavardhana as a kingdom of 700 miles circumference, the capital having a circumference of 5 miles." [২]

পৌন্ড্রবর্ধন বা পান্ডুয়া এবং গৌড় ছাড়াও প্রাচীন ও মধ্যযুগে আরও যেসব স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেগুলি হল রামাবতী, বল্লালবাটি, লক্ষ্মনাবতী বা লখনৌতি, দেবকোট, টাঁড়া ইত্যাদি। এছাড়াও বৌদ্ধ বিহারের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল জগজীবনপুর বৌদ্ধ বিহার (যা প্রকৃতপক্ষে নন্দ দীঘি বৌদ্ধ বিহার নামে পরিচিত ছিল) এবং বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল রামকেলি; যা আজও বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য নগরী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিল মালদহ ;যা কালিন্দ্রী ও মহানন্দার সঙ্গম স্থলের কাছে মহানন্দার পূর্ব পাড়ে গড়ে উঠেছিল। মালদহ (বর্তমানে ওল্ড মালদা নামে পরিচিত) নগরীর গুরুত্ব ছিল পরবর্তীকালেও। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ডাচ্ বণিকরা মালদহে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল। ইংরেজ বণিকরাও প্রথমে এসেছিল মালদহ শহরে। তারপরে ইংরেজ বণিকেরা মহানন্দার অপর পাড়ে মকদমপুর মৌজায় তাদের কুঠি স্থাপন করেছিল। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত করে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসনভার চলে যায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের হাতে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে ইংরেজশাসন কালে ইংরেজবাজার হয়ে ওঠে সমগ্র জেলার প্রাণকেন্দ্র এবং মালদহ বা ওল্ড মালদা তার পূর্ব গৌরব হারায়।

ইংরেজ শাসনে দীর্ঘকাল থাকার পর ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মত এই অঞ্চলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। মালদহ জেলার মানুষের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের বহিঃ প্রকাশ ঘটে প্রথমে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে; যদিও এই বিদ্রোহ মালদহ জেলাকে খুব বেশি বিচলিত করতে পারেনি। এরপর নীলচাষকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আন্দোলনের সময় এই জেলার মানুষের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনের জেরে মালদহ জেলায় গড়ে উঠেছিল জাতীয় শিক্ষা সমিতির অধীনে ৮টি জাতীয় বিদ্যালয়। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলায় একটি সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ মালদহ জেলাতেও তীব্রভাবে আছড়ে পড়েছিল। আন্দোলনকারীরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রেললাইন ও টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন করে এবং ডাকঘর ও রেলস্টেশনে অগ্নিসংযোগ করে। অনেকে গ্রেপ্তার হন ও কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও মালদহ জেলাটি কিন্তু পূর্ব- পাকিস্তানের এক জেলাশাসকের অধীনেই থাকে ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত। ১৭ই আগস্ট মালদহ জেলা ভারতের অধীনে আসে এবং একজন জেলা শাসকের হাতে মালদার শাসনভার অর্পিত হয়। তবে মালদহ জেলার অন্তর্গত ভোলাহাট, নাজোল, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থানাগুলি পূর্ব পাকিস্তান; অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর বাকি অংশগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে স্বাধীনোত্তর মালদহ জেলার বর্তমান রূপ।

১.২. মালদহ জেলা ঃ নামকরণ প্রসঙ্গে

মালদহ বা মালদা জেলার নামকরণটি হয়েছে মালদহ শহরকে কেন্দ্র করেই। এই মালদহ শহরটি বর্তমানের ওল্ড মালদা বা পুরাতন মালদা। এটি একসময় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য নগরী ছিল। G.E Lambourn এ সম্পর্কে লিখেছেন - " It takes its name from the town at Malda, which is situated on the left bank of the Mahananda river at its junction with the Kalindri river, and is about four mile north of English Bazar (Engrezabad)."[৩]। মালদহ বা মালদা নামটির সপক্ষে ও প্রাচীনতা সম্পর্কে বলা হয় যে মালদ জাতির নাম থেকেই মালদহ বা মালদা শব্দটির উৎপত্তি। "অনুমান যে ঐ 'মলদ' শব্দ থেকেই মলদ

>মালদ> মালদহ > মালদা > মৌলডা (ঐ শেষের দুটোই ইংরেজি স্টাইলের উচ্চারণে) ধারাপ্রবাহে এসে ঐ মালদহ শব্দটিকে সুগঠিত করেছে।" [৪] এই মলদ কৌম গোষ্ঠীর লোকেরাই বর্তমানে মাল পাহাড়ি নামে অভিহিত; যাদের কিছু অংশ মালদহ জেলার নানা অংশে বসবাস করেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি নয় যে এদের নামেই যে অঞ্চলের নামকরণ, তা জোর দিয়ে বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না ।

এই জেলার নামকরণ নিয়ে সর্বাধিক প্রচলিত মতটি হল মালদহ নামটি সৃষ্টি হয়েছে আরবি শব্দ 'মাল'-এর সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দ 'দহ' <হ্রদ(অর্থ- জলাজায়গা/অতি গভীর জলাশয়) যুক্ত হয়ে। মালদহ জেলায় মালদহ ছাড়াও 'দহ' নামযুক্ত আরও কয়েকটি স্থান নাম পাওয়া যায়, যেমন -নন্দিনাদহ, বুড়িদহ, চাপদহ, বিলদহ, মশালদহ, শালদহ ইত্যাদি। আরবি 'মাল' শব্দটির অর্থ ধন, টাকা, গহনা-গাঁটি [৫]ও বাণিজ্য দ্রব্য; পণ্যদ্রব্য, বস্তু, দ্রব্য, Goods, অর্থ, সম্পত্তি,[৬] ধনসম্পদ [৭]।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'মাল' অর্থে মালদহ জেলায় অনেক কিছুকে নির্দেশ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধনসম্পদ, দ্রব্য ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ওল্ড মালদায় জনৈকা মহিলার লক্ষ টাকার পারদ কেনা ও পুকুরে ফেলার জনশ্রুতি রয়েছে। আজও ঐ বিশেষ পুকুরটিকে ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে লোকমুখে ফেরে একটি গল্প। যার উল্লেখ পাওয়া যায় Lambourn এর লেখায় "A story is current of an old woman buying up the entire stock of mercury of a merchant who had come to the place to trade and who had unable to dispose of his goods. Her wealth(*mal*) was such that she was able to devote all her purchase to cleaning one tank only, called the parapukur (mercury tank) to this day, and thus to give the place the name of Malda or the place of wealth."[৮]

মালদহ বা মালদা যে ধনসম্পদে পূর্ণ স্থান ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় নানা গ্রন্থে। 'মালদহ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম আবুল ফজল আল্লামির 'আইন-ই-আকবরীতে' [৯]। যদিও "আকবর নামা-ই প্রথম গ্রন্থ যা মালদহকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করেছে।" [১০] মালদহের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য চলত নানা দেশের, " It is also recorded that in 1577 one Sheik Bhik, who used to trade in Maldahi cloths, set said for Russia with three ships laden with Silk cloths, and that two of his ships were wrecked somewhere the neighourhood of the Persian Gulf." [১১] সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতেই মালদহে এসেছিল ডাচ্ বণিকরা। "At the beginning of the 17th century the Dutch had an establishment at Old Malda and it has already been mentioned that the East India Company had an agency in 1686 in the district." [১২]

'১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুজা বাংলার শাসনকর্তা, তখন Manrique নামে জনৈক বিদেশী পর্যটক গৌড়ে এসেছিলেন।' [১৩] এর পরে আসেন 'পর্যটক তার্ভানিয়ের, তিনি ১৬৬৬ সালে মালদহে এসেছিলেন' [১৪]। একজন ইংরেজ বণিক পর্যটক স্টেনশ্যাম মাষ্টার লিখেছিলেন "In the 1660's in the Malda region the chief trade was conducted by the merchants from Agra, Gujrat and Benares. Every year they purchased and shipped cotton and silk fabrics to the value of Rs. 15,00,000- 25,00,000 ..." [১৫] সুতরাং 'মাল' অর্থে ধনসম্পদ এবং মালদহ এই নামের সংযোগ অনেকটাই।

অবশ্য 'মাল' শব্দের আরও অর্থ আছে। আরবি 'মাল' শব্দের আর একটি অর্থ গর্বনমেন্টে রাজস্ব দেওয়া ভূমি' [১৬]। 'সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ মাল (মল + ঘঞ) শব্দের অর্থ-উন্নত ক্ষেত্র বা উচ্চ জমি বোঝায়, তার সঙ্গে আঞ্চলিক 'দহ' যুক্ত হয়েই মালদহ হয়েছে।' [১৭] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মালদহের পাশ্ববর্তী জেলা উত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর জেলার এক খন্ডিত অংশ)- এর গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর চাষিদের

মুখে মাল জমি ও দহ জমি শব্দ দুটি প্রায়শই শোনা যায়। মাল জমি বলতে তারা উঁচু ও বহুফসলি জমিকে আর দহ জমি বলতে জলকাদায় পরিপূর্ণ নীচু জলাজমিকে বোঝায়। মালদহ জেলার ভূ-প্রকৃতি এই দু ইয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে। আর জেলা গঠনের পূর্বে মালদহ তো দিনাজপুর জেলারই একটি অংশ ছিল। তাই এই নামকরণটিকেও ভেবে দেখা যেতে পারে।

১.৩. মালদহ জেলা ঃ জেলা গঠনের ইতিবৃত্ত

পশ্চিমবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ জেলা মালদহ বা মালদা। প্রাচীনকাল থেকে পৌন্ড্রবর্ধন ও গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত এই স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জেলা হিসাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ১৮১৩ সালে রাজশাহি, পুর্ণিয়া, এবং দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে মালদহ জেলা। এ প্রসঙ্গে M.O. Carter লিখেছেন "The district was formed in 1813 out of portions of Purnea. Dinajpur and Rajsahi districts. The prevalence of crime, and the extreme distance of these outlying areas from their district headquarters, rendered closer supervision necessary. Kharba and Harischandrapur police stations were added to the district in 1896. The district boundary was published by notification in 1875, since when minor transfer in 1929 of Bhutni diara, a large island char in the Ganges, from Santal Parganas to Malda. The district was under the Bhagalpur Division from 1876 until 1905, when it was transferred back to the Rajshahi Division on the formation of the province of Eastern Bengal and Assam. There are no outlying Sub-divisions. Proposal have been made for the division of the district in to three Sub-divisions," [১৮] মালদহ জেলা গঠনের পিছনে যে কারণ জানা যায় তা হল- "১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে Lower Province- এর সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে পূর্নিয়া- দিনাজপুর-রাজশাহী জেলার কয়েকটি থানাতে যে ব্যাপক হারে চুরি- ডাকাতি হচ্ছে তা বন্ধ করতে হলে নতুন এক জেলা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ-এর মতে জেলার সদর দপ্তর থেকে এই থানা গুলি (শিবগঞ্জ, কালিয়াচক প্রভৃতি) বহু দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলেই চুরি-ডাকাতি বেড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন জেলার সদর দপ্তর পূর্ণিয়া থেকে কালিয়াচকের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই সুপারিশ মেনে নিয়ে ১৮১৩ সালে এপ্রিল মাসে মালদহ নামে একটি নতুন জেলা স্থাপন করলেন।" [১৯] অবশ্য ১৮১৩ সালের মার্চ মাসেই মালদহ জেলায় একজন যুক্ত জেলা শাসক ও উপ সমাহর্তা (Joint Magistrate and Deputy Callector) নিয়োগ করা হয় এবং একজন রেজিস্ট্রার ও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই যুক্ত জেলাশাসকের ফৌজদারি, রাজস্ব ও দেওয়ানি বিষয়ে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় অধিকাংশ সমস্যার নিষ্পত্তিও হত না। ১৮৩২ সালে মালদহ জেলায় প্রথম Treasury স্থাপিত হয় এবং সে বছর থেকেই এটিকে স্বাধীন জেলা হিসাবে ধরা হয়, যদিও ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই যুক্ত জেলা শাসক ও উপ-সমাহর্তার (Joint Magistrate and Deputy Callector) পদটি বহাল ছিল। ১৮৫৯ সালের এই জেলার জন্য একজন স্বতন্ত্র জেলাশাসক ও সমাহর্তা (Magistrate and Callector) নিযুক্ত হয়। একথার সমর্থন মেলে G.E.Lambourn -এর লেখায়-"The district was formed of outlying portions of the Purnea and Dinajpur districts in 1813, though it did not formally become an independent administrative unit till 1859." [২০] যদিও ১৮৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত এ জেলার জজও নিযুক্ত হননি, দিনাজপুরের

জজ -ই-তিন মাস অন্তর মালদহে আসতেন এবং সমস্ত ফৌজদারি মামলা তাঁর অধীনে থাকত।

১৮১৩ সালে যেসব থানা নিয়ে এ জেলাটি গড়ে ওঠে তা এরূপ "In 1813, Maldah was created as a new District in Bengal by the British authorty. In that year Maldah as a new disrtrict was formed with Police Stations of Sibganj, Kaliachak, Bholahat and Gurguribag of the district of Purnea in Bihar, Maldah and Bamangola from the district of Dinajpur and Rehanpur and Chhupi from Rajshahi district of the present Bangaladesh. Afterwards, some more Police Stations were created out of those Police Station areas." [২১]

সবমিলিয়ে মোট ১৫টি থানা এ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় জেলা গঠনের প্রথমদিকে[২২]। এই থানা গুলি হল-

১) হরিশচন্দ্রপুর (আয়তন ১৫০ বর্গ মাইল)
২) খরবা (আয়তন ১৪২ বর্গ মাইল)
৩) রতুয়া (আয়তন ১৫৬ বর্গ মাইল)
৪) গাজোল (আয়তন ১৯৮ বর্গ মাইল)
৫) বামনগোলা (আয়তন ৬৮ বর্গ মাইল)
৬) হবিবপুর (আয়তন ১৫৩ বর্গ মাইল)
৭) মালদহ/পুরাতন মালদা (আয়তন ৮৭ বর্গ মাইল)
৮) ইংরেজ বাজার (আয়তন ৯৮ বর্গ মাইল)
৯) মানিকচক (আয়তন ১১৩ বর্গ মাইল)
১০) কালিয়াচক (আয়তন ২০৯ বর্গ মাইল)
১১) শিবগঞ্জ (আয়তন ১৮৩ বর্গ মাইল)
১২) নবাবগঞ্জ (আয়তন ১৪৯ বর্গ মাইল)
১৩) ভোলাহাট (আয়তন ৪৮ বর্গ মাইল)
১৪) নাচোল (আয়তন ১১০ বর্গ মাইল)
১৫) গোমস্তাপুর (আয়তন ১২৩ বর্গ মাইল)

"১৮৭৫ সালে জেলার চৌহদ্দীর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ৬৫ টি গ্রাম ও দিনাজপুর জেলার ২৩৭ টি গ্রামও এই জেলার মধ্যে আসে।"[২৩] এর পরেও মালদহ জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি মৌজা সংযুক্ত করা হয়েছে। "১৯৮২ সালের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্লকের তিনটি মৌজা এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের ১১টি মৌজা অর্থাৎ মোট ১৪টি মৌজা মালদহ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।" [২৪] এই মৌজাগুলিই বর্তমানে কালিয়াচক-৩ ব্লকের পার-দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের রূপ লাভ করেছে।

অবশ্য অন্য জেলা থেকে এই জেলায় নানা সময়ে বেশ কিছু মৌজা ও গ্রাম যেমন সংযুক্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি এই জেলার অনেকগুলি মৌজা গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে। এই ভাঙন বিভিন্ন ব্লকে হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কাঁকড়িবাঁধা-ঝাউবোনা নামক একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তার অধীনস্থ সমস্ত গ্রাম গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গেছে। বর্তমানে মালদহ জেলায় ১৫টি ব্লক এবং ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।

২. মালদহ জেলা ঃ ভৌগোলিক পরিচয়

২.১. ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন

১৮১৩ সালে মালদহ জেলা গঠনের পর থেকে এই জেলাটি কখনো রাজশাহি কখনো ভাগলপুর; পরে প্রেসিডেন্সি এবং আরো পরে জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতার সময় জেলাটিকে নিয়ে পূর্ব- পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলে। জেলা খন্ডিত হয়। এছাড়াও গঙ্গাভাঙনের ফলে প্রতিনিয়ত জেলার মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ফলে মালদহ জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন বারবার বদলেছে। G.E Lambourn সাহেব মালদহ জেলার অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন "The district of Malda, which with that of Dinajpur forms the western portion of the Rajshahi Division of Bengal, lies between 24° 30 / and 25° 32 / 30 // north latitude and 87°48 / and 88°33 /30 // east longitude. It extends over 1,899 square miles and is bounded on the north by the Purnea and Dinajpur Districts, on the east by Dinajpur and Rajshahi, on the south by Murshidabad and on the west by Murshidabad, the Sonthal Parganas and Purnea" [২৫] এই তথ্য ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের। এর পরে 'District Census Handbook, 1961'- থেকে জানা যায় মালদহ জেলার ' Latitude North 25°32 /08// N, South 24°40/20// N, Longitude East 88°28/10// E, West 87°45/50// E.' [২৬]

একই অবস্থানের সমর্থন মেলে যতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৬৯) প্রদত্ত তথ্যে " The district is situated between the latitudes 25°32/08// and 24°40/20// in the northern hemisphere, and is situated entirely to the north of the Tropic of Cancer. The eastern most extremity of the district is marked by 88°28/10// of longitude and its western most extremity by 87°45/50// to longitude. The area of the district according to the Surveyor- General of India is 1436 square miles."[২৭] স্বাধীনতার আগে মালদহ জেলার আয়তন ছিল ১৮৯৯ বর্গ মাইল। স্বাধীনতার পরবর্তীতে মালদহ জেলার অন্তর্গত শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল এবং নবাবগঞ্জ থানাগুলি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। সবমিলিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে মালদহ জেলার আয়তন দাঁড়ায় ১৪৩৬ বর্গমাইল। এরফলে জেলার অবস্থানগত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশেরও পরিবর্তন ঘটে।

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনায় মালদহ জেলার অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে "Maldah is located at the latitude from 25°32/08// to 24°48/20// in the north and at the longitude from 88°28/0// to 87°45/50// in the east. The district covers on area of 3,773 sq. Kms." [২৮] আবার ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনায় মালদহ জেলার অবস্থান সম্পর্কে লেখা হয়েছে "The District of Maldah is located between 24°40/20// and 25°32/08// North Latitudes and 87°45/50// and 88°28/10// East Longitudes. It is bounded on the north by the state of Bihar and the districts of Uttar Dinajpur and Dakshin Dinajpur, in the south- west by the river Padma/Ganga and on the other side of Ganga is situated the state of Jharkhand, is the south by the district of Murshidabad and the east by part of Dakshin Dinajpur District and Bangladesh." [২৯] আবার 'District Statistical Handbook Maldah 2006'[৩০] -এ মালদা জেলার আয়তন সম্পর্কে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের 'District Census Handbook'-এর তথ্যকেই

সমর্থন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে মালদহ জেলার আয়তন ছিল ১৮৯৯ বর্গমাইল। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে ১৪৩৬ বর্গমাইল। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে ৩৭৭৩ বর্গ কি.মি.। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে ৩৭৩৩ বর্গ কি.মি.। ১৯৯১ থেকে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে মালদহ জেলার আয়তন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ নদীভাঙনে বহু জমি তলিয়ে যাওয়া। অবশ্য এর পাশাপাশি বেশ কিছু চর জেগে উঠেছে, যেগুলির সবকটির পরিমাপ এখনও হয়নি এবং কয়েকটিকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ডের সঙ্গে সমস্যাও রয়েছে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে মালদহ জেলা মোট ১৫টি ব্লক নিয়ে গঠিত। এই ব্লকগুলির আয়তন দেখলেই মালদহ জেলার আয়তনের স্বরূপটি বোঝা যাবে।

ব্লকের নাম	আয়তন (বর্গ কিমি)
১) হরিশ্চন্দ্রপুর-১	১৭১.৪১
২) হরিশ্চন্দ্রপুর-২	২১৭.২১
৩) চাঁচল-১	১৬২.১৪
৪) চাঁচল-২	২০৫.২২
৫) রতুয়া-১	২৩০.৫৩
৬) রতুয়া-২	১৭৩.৯৩
৭) গাজোল	৫১৩.৬৫
৮) বামনগোলা	২০৫.৯১
৯) হবিবপুর	৩৯৬.০৭
১০) ওল্ড মালদা	২১৫.৬৬
১১) ইংরেজ বাজার	২৫১.৫২
১২) মানিকচক	৩২১.৭৭
১৩) কালিয়াচক-১	১০৫.৩৭
১৪) কালিয়াচক-২	২২২.৭৩
১৫) কালিয়াচক-৩	২৬০.১২

পৌরসভার নাম	আয়তন (বর্গ কিমি)
১) ওল্ড মালদা	৯.০০
২) ইংরেজবাজার	১৩.৬৩

মোট আয়তন	৩৭৩৩.০০ বর্গ কিমি।

২.২. ভৌগোলিক বিভাগ ও ভূ-প্রকৃতি

মালদহ জেলাকে ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা -বরিন্দ বা বরেন্দ্রভূমি, টাল এবং দিয়ারা "The area of the district may be devided in to three zones, (1) the barind, (2) the tal and (3) the diara।" [৩] মহানন্দা নদী মালদহ জেলায় প্রবেশ করার

পর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। নিমাসরাইয়ের কাছ থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত কিছুটা পূর্বমুখী হয়ে আবার দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীটি মালদহ জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুভাগে ভাগ করেছে। পূর্ব অংশটিকেই বরিন্দ অঞ্চলে নামে অভিহিত করা হয়। আর গঙ্গার একটি শাখানদী কালিন্দ্রী বা কালিন্দী মালদহ জেলায় প্রবেশ করে এঁকেবেঁকে সাধারণত পূর্বমুখী, কখনো বা দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে নিমাসরাইয়ের কাছে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। এই কালিন্দী নদীর উত্তর অংশটি টাল অঞ্চল আর কালিন্দী নদীর দক্ষিণ অংশ, কালিন্দী ও মহানন্দার সংযোগস্থল থেকে মহানন্দার বাংলাদেশে প্রবেশ পর্যন্ত মহানন্দার গতিপথের পশ্চিম অংশ এবং রাজমহলের কাছে গঙ্গার প্রবেশের পর থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথের বাম দিকের অংশ মিলে যে ভূভাগ তাকে বলা হয় দিয়ারা। ভৌগোলিক বিভাজনের সাথে সাথে এই তিন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির তারতম্য রয়েছে। অঞ্চলগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল-

ক) বরিন্দ বা বরেন্দ্র অঞ্চল ঃ

এই অঞ্চলটি মালদহ জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ। এই অঞ্চলে লালমাটি দেখা যায় এবং এর ভূমিরূপ উচু-নীচু। "এর মাটি তরঙ্গায়িত। গঙ্গাতল থেকে ঐসব তরঙ্গের উচ্চতা দেড়শ থেকে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐ মাটির তল দিয়ে চলে গেছে অনুরূপ তরঙ্গায়িত একটি গ্রানাইট পাথরের স্তর। এ স্তরকে কোন আধুনিক যন্ত্রও ফুটো করতে সক্ষম নয়। তাই ঐ মাটিতে কোথাও কোথাও গভীর নলকূপ বা কোথাও কোথাও অগভীর, নলকূপ বসানো সম্ভব হয় না।" [৩২] ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে ভূর্গভস্থ জলের ব্যবহার কম। চাষবাসও পানীয় জলের জন্য প্রচুর পুকুর এই অঞ্চলে বর্তমান। 'মালদহ জেলার মোট প্রায় ২৯ হাজার পুকুরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার এই অঞ্চলেই রয়েছে। এই পুকুর গুলির মধ্যে ১ হাজার বাদে ১৯ হাজারই ৪০০ থেকে ২ হাজার বছরের পুরনো।' [৩৩] এছাড়াও এই অঞ্চলে প্রচুর খাল-বিল রয়েছে। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল পুণর্ভবা, টাঙ্গন, ব্রাহ্মণী, শ্রীমতি বা ছিরামতি এবং হাঁড়িয়া। মহানন্দা নদীটি এর পশ্চিম দিকের সীমা নির্দেশ করে।

ওল্ড মালদা, গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা এই চারটি ব্লক নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। পূর্বে এই অঞ্চলকে বরেন্দ্র ভূমি বলা হত যার সীমা পূর্বে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনেকে [৩৪] মনে করেন। প্রাচীন এই বরেন্দ্রভূমির রাজধানী ছিল পৌন্ড্রবর্ধন, যার বর্তমান নাম পান্ডুয়া।

এই অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ল্যাম্বার্ণ লিখেছেন-"The river Mahananda flowing north and south roughly devides the district into two equal parts, corresponding by local tradition to the old boundary line of the Rarh and Barendra. To this day the country to the east of the Mahananda is called the barind. Its characteristic feature is the relatively high land of the red clay soil of the old alluvium." [৩৫]

এই অঞ্চলের ভূমিরূপ ডাঙ্গা (উঁচুজমি), কান্দর (মাঝারি উচ্চতা ও বর্ষার জল বয়ে যায় এমন), আর- কান্দর (অপেক্ষাকৃত নীচু) ও ডুবা (খুব নীচু) নামে অভিহিত। এক সময় কাঁটাঝোপে পূর্ণ ছিল বলে এই অঞ্চলের কিছু অংশ 'কাঁটাল' নামেও পরিচিত।

খ) টাল অঞ্চল ঃ

মহানন্দার পশ্চিম ও কালিন্দ্রী নদীর উত্তর অংশের ভূভাগটি মালদহ জেলায় টাল অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের মাটি কালচে ও নীলাভ। 'এককালে কুশী যেখান দিয়ে বইত তার মাটির

রঙ কালো। ফুলহরা ও গঙ্গা বিধৌত মাটির বর্ণ নীলাভ।' [৩৬] টাল 'এর আক্ষরিক অর্থ জলাভূমি- অর্থাৎ জলা, বিলে পরিপূর্ণ।' [৩৭] আবার স্থানীয় অঞ্চলে 'টাল' কথাটির অর্থ একপাশে সামান্য হেলে যাওয়া বা ঢালু হয়ে যাওয়া। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ভূমিরূপ উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। এই অঞ্চলটি বরিন্দ অঞ্চলের থেকে নীচু। রতুয়া-১ ও ২, চাঁচল-১ ও ২, হরিশচন্দ্রপুর- ১ও ২ ব্লকগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের উত্তর -পশ্চিম অংশের ভূমিরূপের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও ইটাহার ব্লকের সাদৃশ্য অনেকটাই। শুধু রতুয়া অঞ্চলেরও গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের মাটি একটু পৃথক। এই এলাকার মাটি বরিন্দ এলাকার মতো এঁটেল ভাবের নয় বরং অনেকটাই বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ প্রকৃতির। Lambourn এই অঞ্চলে প্রসঙ্গে লিখেছেন -"West of the Mahananda the country is again divided into two well defined parts by the Kalindri river flowing west and east from the Ganges. North of the Kalindri the distinguishing natural feature is the tal land, the name applied to the land which floods deeply as the rivers rise, and drains by meandaring streams into swamps or into the Kalindri. There are extensive tracts of this land covered, where not cultivated, with tall grass in Ratua and Tulsihata thanas." [৩৮]

গ) দিয়ারা অঞ্চল ঃ

মালদহ জেলায় মহানন্দা ও কালিন্দীর মিলিত অংশের পশ্চিম, কালিন্দীর দক্ষিণ এবং গঙ্গানদীর স্রোত প্রবাহের বামদিকের অংশই দিয়ারা নামে কথিত। যদিও দিয়ারার বৃহত্তর অংশ রতুয়া ও মুর্শিদাবাদেও বিস্তৃত। দিয়ারা শব্দটির অর্থ-নদীর পলি গঠিত ভূভাগ।'দিয়াড়া' শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বীপরক' থেকে উৎপন্ন।' [৩৯] 'এর উৎপত্তি এভাবে- দ্বীপ > দিয়া + ড়া (সাদৃশ্যার্থে), যার অর্থ চর বা চড়া।' [৪০] এটি মালদহ জেলার মানিকচক, কালিয়াচক-১,২,৩, এবং ইংরেজবাজার ব্লকভুক্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। এর সঙ্গে রতুয়ার কিছু অংশকে এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে। পুরোনো নথিপত্র থেকে জানা যায় যে গঙ্গা এই জেলায় বারে বারে তার নদীখাত পরিবর্তন করেছে এবং বর্তমানেও এই ক্রিয়া চলছেই। এ সম্পর্কে Lambourn লিখেছেন "South of the Kalindri lies the most fertile and populous portion of the district. It is seamed througout by old courses of Ganges, upon the banks of one of which the city of Gour once stood. The most striking natural feature is the continuous line of islands and accretions formed in the bed of the Ganges by its ever changing currents and known as the *diara*." [৪১]

বর্তমানে গঙ্গার অবস্থান দেখলে বোঝা যায় যে গঙ্গার অবস্থান পূর্বের চেয়ে অনেকখানি সরে গেছে এবং যে বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি করেছে তা সম্পূর্ণতই নদীর পলি দ্বারা গঠিত। এটি জেলার নবীনতম অংশ। এর মাটির রং নীলাভ। [৪২] এই মাটি খুবই উর্বর। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে আমগাছ ও আমবাগান দেখা যায়। রেশম চাষও এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হয়।

২.৩. নদ-নদী ও খাল বিল

ভারতবর্ষের প্রধান নদী গঙ্গা; মালদহ জেলার অনেকটা সীমানা বরাবর প্রবাহিত।

এছাড়াও মহানন্দা, কালিন্দী বা কালিন্দ্রী, ভাগীরথী, ফুলহার, টাঙ্গন, পুণর্ভবা, পাগলা, বেহুলা, ইত্যাদি নদী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত। মালদহ জেলার নদ-নদী গুলি এরূপ -

গঙ্গা ঃ

হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের দ্বারা সৃষ্ট ও গোমুখ নামক স্থান থেকে উৎসারিত হয়ে এবং বহু উপনদীর জলধারায় পুষ্ট ও আরও বেগবতী হয়ে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে রাজমহল পাহাড়ের কাছে এসে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এখানেই গঙ্গা প্রথম এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং এখান থেকেই তার নিম্নগতির শুরু। রাজমহলের কাছ থেকে গঙ্গা মালদহ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা চিহ্নিত করে এগিয়ে গেছে এবং ফারাক্কা পেরিয়ে ধুলিয়ানগঞ্জের কাছে গেরিয়া গ্রাম বা ছাবঘাটিতে দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি ভাগ পদ্মা নামে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ও অন্য ধারাটি মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ভাগীরথী, হুগলি নাম নিয়ে কলকাতা বন্দর ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই নদী মালদহ জেলায় বারে বারে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ফলস্বরূপ গঙ্গাভাঙন ও হঠাৎ করে চর জেগে ওঠা এই জেলার নিত্যসঙ্গী। ভূতনী-দিয়ারা সহ এই জেলায় গঙ্গার মধ্যেই প্রায় ২০টিরও বেশি চর রয়েছে। যেগুলির অধিকাংশেই মানুষ বসবাস করে।

মহানন্দা ঃ

দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এর পাগলাঝোড়া জলপ্রপাতের জলধারায় পুষ্ট হয়ে এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ি ঝরনা জলে সমৃদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা এবং বিহারের বেশ কিছুটা অংশ অতিক্রম করে, বিহারের বারসই সংলগ্ন বাগডোবের কাছে পৌঁছে একটি ধারা মহানন্দা নামে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। 'মহানন্দা মালদহ জেলার মাঝ বরাবর অর্ধচন্দ্রকারে বইছে। ফলে সে এ জেলার মাটিকে প্রায় আধাআধি আমপাতার দুটো ভাগের মত ভাগ করেছে। এর গতি উত্তর-দক্ষিণে।' [৪৩] অবশ্য নিমাসরাইয়ের কাছে এসে এই নদী সামান্য পূর্ববাহিনী হয়ে ওল্ড মালদা ও ইংরেজবাজার শহরকে আলাদা করে দিয়ে সদর ঘাটের কাছ থেকে আবার দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর জেলার দক্ষিণ সীমা পার হয়ে বাংলাদেশের বাদাগাড়ির কাছে পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। সেকারণে মহানন্দাকে পদ্মার উপনদী বলা হয়। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুরের কুলিক নদীর জল নাগরের সঙ্গে মিশেছে এবং কুলিক ও নাগরের মিলিত জলধারা মহানন্দায় এসে মিশেছে। এছাড়াও ডোক, বালাসন, মেচি, কানকাই, পানার, টাঙ্গন, পুণর্ভবা, কালিন্দী নদীর জলও মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

ফুলহর/ফুলহরা ঃ

মহানন্দা নদীরই আরেকটি শাখা বিহারের বারসইয়ের বাগডোবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফুলহরা নাম নিয়ে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে এবং জেলার পশ্চিম-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভূতনী দিয়ারার কাছে গঙ্গায় মিশেছে।

কালিন্দ্রী/কালিন্দী ঃ

এই নদীটি গঙ্গা নদীরই একটি শাখা। এটি বিহার থেকে এসে এ জেলায় প্রবেশ করেছে। এটি

সাধারণত পূর্বমুখী হয়ে প্রবেশ করলেও কখনো পূর্ব এবং কখনো বা দক্ষিণ-পূর্ব এইভাবে অনেকগুলি বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিমাসরাই-এর কাছে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

পুণর্ভবা ঃ

এই নদীটি পূর্বে তিস্তা-নদীর একটি অন্যতম স্রোতধারায় পুষ্ট ছিল। পরবর্তীতে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর এটি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ থানার ব্রাহ্মণ পুকুর বিল [৪৪] থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মালদহ জেলার বরিন্দ অঞ্চলের পূর্বভাগে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে কিছুটা প্রবাহিত হওয়ার পর মহানন্দায় মিশেছে। বামনগোলা থানার কিছু কিছু জায়গায় এই নদী কয়েকটি খাদের সৃষ্টি করেছে। যার কিছুটা অংশ হাঁড়িয়া নদী [৪৫] নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত।

টাঙ্গন ঃ

হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'মহানন্দার বিশিষ্ট উপনদ টাঙ্গন' । [৪৬] জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বাংলাদেশে ঢুকেছে। তারপর উত্তর দিনাজপুরের সামান্য কিছু অংশে প্রবাহিত হয়ে; দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবেশ করেছে। এরপরে এটি মালদহ জেলার বরিন্দ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মুচিয়ার কাছে মহানন্দায় এসে মিশেছে।

ব্রাহ্মণী ঃ

এটি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের কাছে পুণর্ভবা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে মালদহ জেলায় কিছুটা প্রবাহিত হয়ে বামনগোলার কাছে টাঙ্গনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ভাগীরথী ঃ

মালদহের ভূতনী দিয়ারার কাছ থেকে গঙ্গার একটি শাখা অন্যপথে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে এবং পঞ্চানন্দপুর, শাদুল্লাপুর/সোদ্‌লাপুর,মধুঘাট, গৌড় ও মহদিপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে।

অবশ্য এই নামে এ জেলাতেই একাধিক নদী আছে। ফারাক্কা ব্যারেজের কাছ থেকে গঙ্গার একটি ছোট শাখা গঙ্গা থেকে সামান্য একটু দূরত্বে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যাকে ঐ অঞ্চলে ভাগীরথী নদী বলা হয়।

পাগলা ঃ

পঞ্চানন্দপুরের কাছে ভাগীরথীর মূল ধারা থেকে বেরিয়ে এসে মালদহ জেলার বাঙিটোলা, উত্তর লক্ষীপুর ও মোথাবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালিয়াচকে এসেছে। এখানে গঙ্গার আরেকটি শাখানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শাখাটি গঙ্গার মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে ফারাক্কার চরবাবপুর এলাকা থেকে। দুই পাগলা কালিয়াচকে মিলিত হয়ে মহদিপুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। [৪৭]

বেহুলা ঃ

সাহাপুর অঞ্চলের নিম্নজলাভূমি থেকে উৎসারিত হয়ে বাংলাদেশের নবাবগঞ্জের কাছে মহানন্দায় মিশেছে। এর গতি উভয়মুখী। বর্ষাকালে মহানন্দা স্ফীত হলে তার গতি চলে উজানে এবং শীতকালে মহানন্দার জল কমে গেলে এর গতি চলে ভাটিতে।

বুড়ী গঙ্গা ঃ

রতুয়ার কাছে কালিন্দী ও গঙ্গার পুরোনো খাতের সংযোগস্থল বুড়ীগঙ্গা নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত। কেবলমাত্র বর্ষাকালেই এটি নদীর আকার ধারণ করে।

ছোট ভাগীরথী ঃ

রতুয়ার বুড়ী গঙ্গা অংশের নীচে গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা ছোট ভাগীরথী নামে প্রবাহিত।গ্রীষ্মকালে এটি শুকিয়ে গেলেও বর্ষায় নাব্যতা থাকে।

শ্রীমতী বা ছিরামতি ঃ

এই ছোট নদীটি বাংলাদেশ থেকে প্রথমে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের কিছুটা পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে মালদহ জেলার বরিন্দ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। গাজোল ব্লকের আহড়ার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে আলালের কাছে কুলিক-নাগরের মিলিত জলধারার সঙ্গে মিশেছে, যা পরে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

এছাড়াও কালকোশ, কঙ্কর, কোশ, বারমাসিয়া নামে কয়েকটি ছোট ছোট উপনদী রয়েছে।

বিল ঃ

মালদহ জেলায় নদনদীর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি খাল ও বহু সংখ্যক বিল রয়েছে। টাল, বরিন্দ ও দিয়ারা এই তিনটি অঞ্চল ভেদে বিলগুলির [৪৮] অবস্থান নিম্নরূপ-

টাল অঞ্চলের বিল সমূহ ঃ

কথিত আছে একসময় কুশী নদী মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। এখন এটি বিহারে সরে গেছে। কিন্তু রেখে গেছে অনেক জলাভূমি। এই অঞ্চলের বিলগুলি হল- আধসই, আধিগৌড়ঢাব, ঢামলিয়া, খাঁড়ি, হাজারটাকিয়া, গারিয়া, গোল্ডবোল্ড, সনক, খাসিমারি, পতিবনা, কোয়া, সিংসার, সোনাইগুরি, ঢেকুল, মান্না, ঢুমুরিয়া, কাচুর, শিয়ালি, কাপাইচন্ডি (হরিশচন্দ্রপুর-১ও ২ নংব্লক) বওয়ালিয়া, বড়কাঠান, ছোটকাঠান, কনার, চন্দ্রসাহী-১, চন্দ্রসাহী, ডোমাইপুর, ছাপরা, সোনাখাড়ি, চেঙ, কেন্দ্র, বারোশিংহা, সারাবানি (চাঁচল-১ও ২ নংব্লক), গুরপাবিয়া, ভগা, মেচুয়া, গুহুলাল, ভায়ারবারি, পাতিকন, গোলবাঁকা, বারবিল্লা, নয়াকোল, চুনাখালি। এছাড়াও আরও ছোট ছোট অনেক বিল রয়েছে।

বরিন্দ অঞ্চলের বিল সমূহ ঃ

বরিন্দ অঞ্চলেও প্রচুর বিল রয়েছে। এগুলি হল- বলাতুলি, কালুয়ারি, কোয়ার, মাধাইপুর, জলকর বিথান, পুতুল, নয়াবাঁধ, বাকলা, পাদুয়াবাঁধ, বড়বিকান, ছোটবিকান, আধারকটা, বিকান, রামডোল, মহাদেবপুর, চারলা, মনডোলা-১, মনডোলা-২, কাঞ্চন, পিথার, ভবানী, কেন্দ্র, মরানদী, মোহানা, প্রজাপতি, পূর্বা, লোহাচরা, দিগধারি, আলতার, মতিকাঁটা, মতিকাঁটা-১, মতিকাঁটা-২, শান্তিপুর, ঘাহারা, শশুলি, ঢালমারি, বামন, দৌলতপুর, চারখোলা, চাতরা, শংকর, শিমলা, কুরাল, ডাকরন, সূর্য, তেলি, আইরমারি, আলন্দা, থানার, ঢোকা, সুবার্ণি, হরিশচন্দ্রপুর, রুইমারি, শ্রীরাম নামাঙ্কিত বিল। এছাড়াও আরও কিছু ছোটখাটো বিল রয়েছে।

দিয়ারা অঞ্চলের বিল সমূহ ঃ

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক ১,২,৩ ব্লকভুক্ত দিয়ারা এলাকায় যেসব বিল রয়েছে, সেগুলি হল- গাবগাছি-চাতরাল বিল, গাবগাছি-১, গাবগাছি-২, সোনাতলা, অভিরামপুর, ভিওয়া, রুইমারি, নন্দার, বাহাগালা, চিরাকেল্টি, নয়াগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কাজিগ্রাম, অমৃতিচাব , মালিহা ইত্যাদি নামাঙ্কিত বিল। এছাড়াও আরও কিছু ছোটখাটো বিল রয়েছে।

দিঘি ঃ

মালদহ জেলায় বেশকিছু পুকুর বা দিঘি রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাগরদিঘি, কাজলদিঘি,রূপসাগর, পিয়াসবাড়ি দিঘি,রাইখান দিঘি, হাসিমাসি দিঘি, গণা দিঘি, শুকান দিঘি, ট্যামনা দিঘি, তেসতিনা দিঘি, ছোটসাগর দিঘি,সাতাইশঘরা দিঘি, ধানুষ দিঘি, আটবাগ দিঘি, প্রাণ দিঘি এছাড়াও আরো কিছু দিঘি রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি পরিমান পুকুর রয়েছে বরিন্দ এলাকায়। মালদহ জেলার ২৯হাজার পুকুরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই পুকুরগুলির মধ্যে ১ হাজার বাদে প্রায় ১৯ হাজারই ৪০০ থেকে ২ হাজার বছরের পুরোনো। [৪৯]

২.৪. আবহাওয়া ও জলবায়ু

মালদহ জেলার অঞ্চলভেদে (বরিন্দ্, টাল, দিয়ারা) ভূ-প্রকৃতি যেমন পৃথক, তেমনই এই জেলার আবহাওয়াও অঞ্চলভেদে পরস্পরের থেকে একটু ভিন্ন। বরিন্দ অঞ্চলের আবহাওয়া একটু বেশি উষ্ণ, অন্য দুটি অঞ্চলের চাইতে। গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া জেলার অন্য অংশগুলির থেকে একটু পৃথক। এই জেলার আবহাওয়া মোটামুটিভাবে চরমভাবাপন্ন, কেননা গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচন্ড গরম পড়ে; আবার শীতকালে কখনো হাড় কাঁপানো ঠান্ডা অনুভব করা যায়। বর্ষাকালে কখনো কখনো এমন বৃষ্টি হয় যে তা প্রায় বন্যার আকার নেয়। এই জেলার সমস্ত নদীগুলি নিম্নগতির হওয়ায় জেলার বেশ কিছু অংশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়ে থাকে। গঙ্গা - ফুলহরের বন্যা এই জেলার মানুষের যেন পরিচিত সহচর। আবার কোন কোন বছর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হলে বরিন্দ সহ জেলার আরও কিছু অংশের মানুষ খরার কবলেও পড়েন। এছাড়াও জেলায় মাঝে মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়। বন্যা ও খরা মালদহ জেলায় অনেক কাল ধরেই হয়ে আসছে। Lambourn এ লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে "Recent years of high flood were 1871,1885 and 1906. These floods result, not from local rainfall, but from and abnormal rise in the

rivers, of which the most importent is the Ganges. Most of the rivers and streams which flow through Malda take their rise in the northern mountains, and are therefore peculiarly liable to sudden freshets caused by the melting of snow and excessive rainfall in the hills." [৫০] ল্যাম্ববার্ণ -এর লেখায়-খরারও উল্লেখ আছে।[৫১] পরবর্তীতে বিশ শতকের সত্তর ও নব্বইয়ের দশকে বেশ বড় বন্যা হয়ে গিয়েছে এই জেলায়।

২০০৬ সালের তথ্য [৫২] অনুযায়ী মালদহ জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মাসিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-[৫৩]

									একক/প্রতি	
মাস	২০০২		২০০৩		২০০৪		২০০৫		২০০৬	
	সর্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন
জানুয়ারি	২৭	১১	২৫	০৪	২৬	০৯	২৫	১১	২৭	০৫
ফেব্রুয়ারি	৩৩	১১	৩১	১২	৩২	১১	৩২	১১	৩৭	১৩
মার্চ	৩৭	১৬	৩৫	১১	৪০	১৬	৩৫	১৮	৩৯	১৮
এপ্রিল	৩৮	১৯	৩৮	১৯	৩৯	২১	৩৯	২১	৪১	১৮
মে	৩৮	২০	৪১	১৯	৪৩	২২	৪০	১৯	৩৯	২১
জুন	৩৬	২২	৩৯	২১	৩৭	২৩	৪২	২৪	৩৯	২৩
জুলাই	৩৮	২৪	৩৮	২৪	৩৪	২৩	৩৫	২৪	৩৭	২৬
আগস্ট	৩৬	২৪	৩৬	২৬	৩৫	২৫	৩৬	২১	৩৭	২৫
সেপ্টেম্বর	৩৬	২৩	৩৫	২৫	৩৫	২৪	৩৭	২৫	৩৫	২৪
অক্টোবর	৩৪	১৯	৩৪	২১	৩৪	২১	৩৩	২১	৩৫	১৮
নভেম্বর	৩২	১৬	৩৩	১৫	৩১	১৭	৩১	১৫	৩২	১৪
ডিসেম্বর	২৯	০৮	২৯	১১	২৯	০৯	২৮	১২	২৯	১২
বাৎসরিক	৩৮	০৮	৪১	০৪	৪৩	০৯	৪২	১১	৪১	০৫

আগের সারণিটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে মালদহ জেলায় শীতকাল অল্প সময় ধরে থাকে। নভেম্বরের শেষ দিক থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত শীত অনুভূত হয়। এছাড়া বাকি সময়টা এই জেলার আবহাওয়া উষ্ণ। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা সময় বর্ষার আবহাওয়া থাকে।

২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই জেলার বৃষ্টিপাতের চিত্রটি এইরূপ [৫৪] -

মাস	স্বাভাবিক	প্রকৃত পক্ষে হয়েছে (প্রতি মিলিমিটার একক)				
	২০০৬	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
জানুয়ারি	০৭	০৮	০৪	২২	১২	০০
ফেব্রুয়ারি	১৩	০০	৫৮	০০	১১	০০
মার্চ	২৬	১৮	৬০	০২	৪১	১২
এপ্রিল	৫৯	১২৩	৩৮	৭৬	১০	৬২
মে	১২৫	১১৭	১১৯	৮৩	১১০	১০৫
জুন	২৫৮	১৮৫	৩০০	৩৩২	৮৭	১৭৮
জুলাই	৩৬১	২০৬	৩৮০	৪৯০	৫২৮	২২০
আগস্ট	৩০১	৩১৭	১২০	২৩৭	৩৯৮	২৬০
সেপ্টেম্বর	৩২৯	৩৬৬	২৩৪	১৬০	১৮৮	৪০৫
অক্টোবর	১৯৫	৩৩	৩৩১	৫১৫	১৯৪	৭১
নভেম্বর	০৫	০৮	০০	০০	০০	১৫
ডিসেম্বর	০৯	০০	০৮	০২	০০	০১
মোট	১৬৮৮	১৩৮১	১৬৫২	১৯১৯	১৫৭৯	১৩২৯

শীতকালে মাঝে মাঝে কুয়াশা পড়ে। অনেক সময় রৌদ্র উঠলেও প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে গরম হাওয়া বয়ে যায়, যাকে 'পছিয়া'/'পোচ্ছিয়া' হাওয়া বলে।

২.৫. কৃষি ও কৃষিজাত ফসল

মালদহ জেলার শতকরা ৯২.৬৮ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন; যার অধিকাংশই কোনো না কোনো ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যার ২০.৮৩ শতাংশ কৃষক। আর ৩০.৭২ শতাংশই কৃষি শ্রমিক। এই জেলার বরিন্দ্ অঞ্চলের মাটি এঁটেল প্রকৃতির হওয়ায় এখানকার গাজোল, বামলগোলা ও হবিবপুর ব্লকে প্রচুর পরিমানে ধান উৎপন্ন হয়। টাল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হরিশচন্দ্রপুর, চাঁচোল, রতুয়া ব্লকেও ধান ও পাট চাষ হয়। দিয়ারা অঞ্চলের

কালিয়াচক ১,২,৩ ব্লকভুক্ত এলাকাগুলিতে ধান ও পাটের চাষ হয়। মানিকচক ও ইংরেজবাজার ব্লকের কিছু কিছু জায়গায় ভালো পাট চাষ হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রায় সমগ্র জেলা জুড়েই গমের চাষ ভালোই হয়। এর পাশাপাশি দিয়ারা ও টাল অঞ্চলে ভুট্টার চাষ বেশ ভালো মতোই চোখে পড়ে। মালদহ জেলায় এই সব ফসলের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে নানা জাতের ডাল উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাষকলাই। পাট ছাড়াও এখানে রেশম চাষেরও ভালো প্রচলন রয়েছে।

দানা শস্য ও তন্তু জাতীয় ফসল ছাড়াও মালদহ জেলায় প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আম, লিচু, ও কলা। পিয়ারাও এখন এই জেলায় বেশ ভালো মতোই উৎপন্ন হচ্ছে। একটি সারণির সাহায্যে আমরা মালদহ জেলায় উৎপাদিত ফসলের বিবরণটি [৫৫] দেখে নিতে পারি ।

(হাজার হেক্টর এককে)

শস্য/ফসল	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
ক) খাদ্যশস্য					
ধান	২১৩.৩	২১৪.৬	২০৮.৬	২১৭.৩	২১৮.৬
গম	৪৯.৩	৪৮.৩	৫৫.১	৫৪.১	৪৫.৯
যব	১.৬	১.৪	১.৭	১.৫	১.৩
ভুট্টা	৩.৫	৩.৬	৭.৭	১০.৯	১১.২
অন্যান্য	১.২	০.৫	০.৭	০.২	০.১
খ) ডালশস্য (মোট)	৩০.৫	৩২.৫	২৯.৮	২৯.৮	২৫.৪
গ) তৈলবীজ (মোট)	৩৫.৫	৩৫.৫	৩৮.৫	৩৯.৩	৩৯.১
ঘ) তন্তুজাত (পাট ও মেস্তা) মোট	২৮.৮	২৮.৭	২৮.৮	২৪.৩	২২.৮
ঙ) বিবিধ					
আখ	৩.৬	৩.৭	৩.৬	৩.১	২.৬
আলু	২.৫	২.৬	২.৬	২.৫	২.৫
তামাক	০.৮	০.৮	০.৪	০.৪	০.২
শুকনো লঙ্কা	২.৩	২.৩	২.১	২.১	১.৮
আদা	০.৩	০.৩	০.৩	০.২	০.২

রেশম ঃ

পূর্বোক্ত ফসলগুলি ছাড়াও মালদহ জেলায় বেশ কিছু পরিমাণে রেশম উৎপাদিত হয়। ২০০১-০২ সালে মালদহ জেলার ১৫টি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ১০২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৬০৯ একর জমিতে তুঁত চাষ হয়েছিল এবং কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়েছিল ১০৩৫ মেট্রিকটন। তুঁত চাষে নিয়োজিত ছিল ৬১,১০৫ টি পরিবার।

মালদহ জেলায় বেশ কিছু পরিমাণে শাক- সবজি উৎপাদিত হয়। মালদহ জেলায় উৎপাদিত শাক- সবজি চাষের এলাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ -

মালদহ জেলায় উৎপাদিত শাকসবজি [৫৬]

শাক-সবজি	চাষের এলাকা(হাজার হেক্টর হিসেবে)					উৎপাদন (হাজার টন এর হিসেবে)				
	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
টমেটো	২.৪০	২.৪১	২.৪২	২.৪২	২.৪৩	৩২.৪৬	৩২.৫৪	৩৩.১৮	৩৩.৮০	৩৫.৬০
বাঁধাকপি	৩.৮০	৩.৮৫	৩.৮৭	৩.৮৯	৩.৯৪	১১১.৪০	১১২.৮১	১০৬.৬৭	১০৭.২৫	১১২.৫৬
ফুলকপি	৩.২২	৩.২৩	৩.২৪	৩.২৪	৩.২৫	৯২.৬০	৯৩.৩৫	৯৩.৪৫	৯৪.৬৯	৯৬.১৩
মটরশুটি	০.৬৫	০.৭০	০.৭০	০.৭২	০.৭৩	৩.১০	৩.৩৬	৩.৩৭	৩.৪২	৩.৪৩
বেগুন	১১.০৫	১১.০৬	১১.১৩	১১.১৯	১০.৯৫	১৯০.৫০	১৯২.২৮	১৯২.০৭	১৯৫.১৯	১৯২.৮৯
পেঁয়াজ	১.২১	১.২৪	১.২৬	১.২৮	১.৩১	১৩.৫৫	১৩.৮৯	১৪.১৮	১৫.৯৬	১৭.৬১
কুমড়ো-লাউজাতীয়	৭.৯০	৮.৩১	৮.৬৩	৮.৬৪	৮.৬১	৭৪.৯৭	৭৮.৮৪	৭৫.৮৮	৬৭.৪৩	৬৬.৩৫
ঢ্যাঁড়শ	২.৮০	২.৮৮	২.৬৯	২.৭৪	২.৭৫	৩০.৫২	৩১.৩৮	২৯.৫১	৩১.৫৭	৩২.৯১
মূলো	১.৮৭	১.৯৬	১.৯৭	১.৯৮	২.০৭	১৯.৮৪	২০.৭৭	২২.২৯	২৪.০৩	২৬.৭৩
অন্যান্য	১৩.৭৬	১৪.২৪	১৪.৪৪	১৪.৬০	১৪.৪৮	৪৮.২৯	৪১.১৪	৫৩.২২	৫২.০০	৫১.২৫
মোট	৪৮.৬৬	৪৯.৮৮	৫০.৩৫	৫০.৭০	৫০.৫২	৬১৭.২৩	৬২০.৩৬	৬২৩.৮২	৬২৫.৩৪	৬৩৫.৪৬

পূর্বোক্ত তালিকায় উল্লিখিত শাক-সবজি ছাড়াও মালদহ জেলার বেশ কিছু অংশে পটল,করলা, উচ্ছে, লালমি বেশ ভালো পরিমাণেই উৎপাদিত হয়। এছাড়াও চিচিঙ্গা/ধুন্দা, বরবটি, ডাঁটা, সজনে এবং নানা ধরনের শাক বেশ কিছু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যেগুলিকে অন্যান্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

18 DEC 2012

241118

LIBRARY · NBU, DARJEELING

কৃষি ও কৃষিজাত ফসল, শাক সবজি -র সাথে সাথে বাগিচা জাত ফলের জন্য মালদহ জেলার সুখ্যাতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই; বিশেষত আমের জন্য। নানা জাতের আমের সঙ্গে সঙ্গে লিচু, কলা, পেপে, পেয়ারা ইত্যাদি নানা জাতের ফল উৎপাদিত হয় এই জেলায়। মালদহ জেলায় ফল উৎপাদনের এলাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ-

মালদহ জেলায় উৎপাদিত ফল [৫৭]

	চাষের এলাকা(হাজার হেক্টর হিসেবে)					উৎপাদন (হাজার টন এর হিসেবে)				
ফল	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
আম	২৪.২৬	২৪.৫০	২৪.৮৫	২৫.০০	২৫.২৫	২৫৩.৬৮	৬৩.৬৮	৮৬.০০	১৪৫.০০	১৫০.০০
কলা	০.৬৫	০.৭০	০.৭০	০.৭২	০.৭৪	১১.৬০	১২.৫৩	১২.৭০	১২.৮৪	১৩.১৫
আনারস	-	-	০.১০	০.১৫	০.১৬	-	-	২.৭০	৩.৩০	৩.৮০
পেপে	০.১৯	০.২০	০.২০	০.২০	০.২২	৬.১৫	৬.৪৮	৬.৬৬	৬.৭৬	৬.৮৫
পেয়ারা	০.২৮	০.৩০	০.৩০	০.৩১	০.৩২	৪.৭০	৪.৯২	৪.৯০	৫.০৬	৫.৩১
কাঁঠাল	০.২৯	০.৩০	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৪	৩.৪০	৩.৪৬	৩.৭১	৪.০৬	৪.৩১
সপেটা/ সবেদা	০.২১	০.২২	০.২২	০.২৩	০.২৩	২.৫৭	২.৫৯	২.৫৪	২.৬৬	২.৭১
লিচু	০.৫৬	০.৬১	০.৬২	০.৮৫	০.৯০	৫.৮৬	৬.৪৫	৬.৫১	৬.৯৯	৭.৩৭
লেবু জাতীয়	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৯	০.২২	১.৪৭	১.৫৪	১.৬২	১.৬৪	১.৭২
অন্যান্য	০.১৮	০.২২	০.২০	০.২০	০.২১	১.০৬	১.০০	১.১৯	১.২৩	১.২৯
মোট	২৬.৭৯	২৭.২৩	২৭.৭০	২৮.১৮	২৮.৫৯	২৯০.৬৯	১০২.৬৫	১২৮.৫৩	১৮৯.৫৪	১৯৬.৫১

উপরোক্ত তালিকাভুক্ত অন্যান্য ফলের মধ্যে রয়েছে জাম, ডালিম, কুল, ফুটি বা বাঙি, আতা, তেঁতুল ইত্যাদি।

২.৬. উদ্ভিদ ও বনভূমি

মালদহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে আম গাছ। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদের দেখা মেলে। এগুলি হল- নারকেল, তাল, খেজুর, শিমুল, পিপুল, বট, অশ্বত্থ, শিশু, কাঁঠাল, জাম, তেঁতুল, বাবলা, লিচু,বেল, জাম্বুরা/বাতাবি লেবুর গাছ, ডালিম, আতা, বাঁশ, কলা, তুঁত, শিরিষ, ছাতিম, আকাশমনি,ইউক্যালিপটাস, ডুমুর, নিম, ঘোড়ানিম, আমড়া, কদম, কদবেল, বেল, পলাশ, পিটালি/পিঠালু, কুল, বনকুল। এছাড়াও বনভূমি অঞ্চলে দেখা যায় আচু, সোনাঝুড়ি, আমলা, অঞ্জন, অঙ্কুর, অনন্তমূল, বহেড়া, শাল, সেগুন, অর্জুন, আসান, বাঙ্গব, বরমাল্লা, ভেলা, চল্লা, চাঁলই, চাপট শিরিষ, ডেউয়া, ঢাউ, গলগল, গামার, গোকুল, গুলার, হলদু, হরিতকি, জারুল, ঝাউ, জিওল, কজ, কাজু, কালজাম, কামলা বা সিদুঁরি, করই, করঞ্জা, কেন্দু, কেওনঝি, কুম্ভি, কুসুম, লাসোরা, লতিকরম বা ভুরকুন্ড, মাদার, মহুয়া, মিঞ্জিরি, নেউরি, নোনা, পঞ্জল, পাপরা, পারসি, পিয়াল, পোলা, রহড়া, রিঠা, সাজিনা, সালই, সংকাটা, শ্বেতীশাল, শ্যাওড়া, সিধা, শিউলি, সোনাছাল, সোনালু, সুবাবুল, আকন্দ, আসামলতা, আত্রী, বাঘনখি, বৈঁচি, বনকলমি বা ঢোল কলমি, বনতুলসী, বেরেলা, ভাট, ভেরেন্ডা, ভূতভৈরবী, বিচুয়া, চাঙ্গলখুড়ি, চাকুন্দা, ছোট আউড়া, ছোট করুই, ছোট শিরফুঁকা, ধানী, ধুতরো, কালোমেঘ, কাঞ্চন, করবী, করমচা, করকুর ঝিওয়া, কুকুর শুঙ্গা, কুরচি, লোহা জং, লতাহাই, মনকাঁটা, নাগফণা, নীলকণ্ঠ, নিশিন্দা, ওকচুন্তি, ওটমুরুপ, পিঁদ খেজুর, পুতলা, সর্পগন্ধা, শতমূলি, শেয়ালকাঁটা, স্টিমুশাক, সুনময়হাসুরা, তালামুলী, টিখুর, আলকুশি, বিশওয়াল, দুধিলতা, একলেজা, গজ, গোয়ালিলতা, গুলঞ্চ, কাঁটাআলু, লতাপলাশ, ঘোং, মউলা, স্বর্ণলতা, শোরাআলু, আপাং, মুক্তাঝুড়ি, পূনর্ণভা, তেলাকুচা, হেলেঞ্চা, কচুরিপানা, পানিমরিচ, চোরকাটা, সাবাইঘাস, উলুঘাস, কাশ, মুথা ঘাস/মোথা ঘাস।[৫৮] এছাড়াও বিন্নাঝুড় দেখা যায় অনেক জায়গাতে। নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বনঝাউ, লজ্জাবতী, হাতিশুঁড়, কেশুত, আমরুল, যষ্টিমধু, বনতামাক, মরিচা, বনধনিয়, কাঁটাঝোপ, সুসনি, খেনচি, কাটানটে, নটে, কচু, ব্রাম্হি, কুলেখাড়া, থানকুনি, ঘেঁটু, কাটাকচু, দুর্বাঘাস, বচ, টাকাপানা সহ আরও বেশ কিছু উদ্ভিদ এই জেলায় দেখা যায়। হবিবপুর ব্লকের নয়াবাদ বিলের মধ্যেই "সীমান্ত এলাকায় একটি বৃহ্যৎ প্রাকৃতিক হিজল (Barringtonia acutangula) বন অবস্থিত। এই বনটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম হিজল বন এবং সম্ভবত ভারতবর্ষেও এটিই বৃহত্তম হিজল বন।"[৫৯]

২০০০ সালে মালদহ জেলার মোট বনাঞ্চল ছিল ১৬৮০ হেক্টর। এর মধ্যে রিজার্ভ ফরেস্ট ছিল ৮০৬.৫০ হেক্টর ।[৬০] মোট বনাঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকার বন রয়েছে। আদিনায় একটি কৃত্রিম বন রয়েছে। এছাড়াও হরিশচন্দ্র পুরেও এরকম আর একটি বনভূমি দেখা যায়।

২.৭. জীবজন্তু -পাখি

মালদা জেলার জীব -বৈচিত্র্যও কম নয়। বর্তমানে মনুষ্যেতর জীবের সংখ্যা কমে গেলেও পূর্বে এই জেলার জীব বৈচিত্র্য অনেক বেশি ছিল। হান্টার সাহেব উনিশ শতকের শেষ দিককার সময়ে মালদহ জেলার যে সব জীবজন্তুর উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - বাঘ, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, গন্ধবকুল, বেজি, ভোঁদর, বণ্যশূকর, বণ্যমহিষ, বিভিন্ন শ্রেণির হরিণ, শেয়াল এবং কখনও হায়না ও গন্ডারও দেখা যেত।[৬১] এছাড়াও 'পেম্বারটন' (১৮৫৪) যে সব স্তন্যপায়ী বণ্যপ্রাণীর উল্লেখ করেছেন। তা হল - গন্ডার, বাঘ, চিতা, শেয়াল, শজারু, বাদুড়, খরগোশ, বেজি, ভোঁদর বা উদ্‌বিড়াল, চিতল, হগ, হরিণ, সম্বর, বড় সিংহ বা বাড়সিঙ্গা, কৃষ্ণসার, বুনোমোষ, খ্যাঁকশেয়াল, নেকড়েবাঘ, খাটাশ, গন্ধবকুল, বনবিড়াল, বুনোশুয়োর ইত্যাদি।[৬২] কার্টার সাহেব নীল গাইয়েরও উল্লেখ করেছেন।[৬৩]

'ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগের ১৯৭১ ও ১৯৮৩ সালের অনুসন্ধান অনুযায়ী জেলার স্তন্যপায়ীয় প্রাণীর সংখ্যা মোটামুটি ভাবে চল্লিশটি। এদের মধ্যে বাদুড়, ছুঁচো, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীও আছে। মালদা

বনবিভাগের ২০০৪ সালের তালিকা অনুযায়ী সংখ্যাটা পনেরোটি মাত্র। সুতারাং অধিকাংশ প্রজাতিই হয় জেলা থেকে লুপ্ত হয়েছে অথবা লুপ্তপ্রায়।' [৬৪] অবশ্য বর্তমানে আদিনার কৃত্রিম বনে বেশ কিছু হরিণ এবং নীলগাই ও কিছু পাখি পোষা হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়াও এই জেলায় গোখরো, আলাদ বা মাছুয়ালা, জলঢোড়া, জলবোরা, চিতিবোরা, লাউডগা সহ নানা প্রজাপতির সাপ, গিরগিটি, টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উভচর শ্রেণির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ, কচ্ছপ, সাপ সহ কাঁকড়া, শামুক গুগলি প্রভৃতি।

এসব প্রাণী গুলির পাশাপাশি মালদহ জেলা এক সময় মৎস্য সম্পদে খুব সমৃদ্ধ ছিল। J.C. Sengupta সম্পাদিত West Bengal District Gezetteers, Malda District 1969 নামক তথ্যগ্রন্থে এই জেলার যে সব মাছের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হল - ইলিশ,করতি,খয়রা, সুর্বনখরিকা, ফেসা তেলগাগরা, ফলই, চিতল, চুনা, কুচিয়া, বাইন, দাঁড়িকা, এলেঙ্গা, মৌরলা, সরলপুঁটি, স্বর্ণপুঁটি, মহাশোল, তিতপুঁটি, কাঞ্চন পুঁটি, তিতা পুঁটি, কাতল, মৃগেল, বাটা, কালাবাটা, নাদিন, কালবাউস, খইন্না, রুই, ভাঙ্গনবাটা, মাগুর, শিঙি, পাবদা, কানিপাবদা, বাঁশপাতা, বোয়াল, চেগা, বাচা, গাড়ুয়া, বাতাসি, শিলং, আইড় (নানা শ্রেণির), গোলশা ট্যাংরা, রিটা, বাঘাআইড়, কাঁকলে, উড়াল, শোল, শাল, বাগজাল, ট্যাটা, দুদুচ্যাঙ, বড়চ্যাঙ, কই, খোলসা, চুনাখোলসা, লালখোলসা, বেদা, পাকাল, বাম, তারাবাম, পটকা, চাঁদা, রাঙাচাঁদা ইত্যাদি।[৬৫] এছাড়াও আর কয়েক শ্রেণির মাছ ও চিংড়ি পাওয়া যেত। জলচর প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঘড়িয়াল ও শুশুক। "The fish eating alligator or gharial is common in the rivers, where also porpoises abound. Others are common in the bils."[৬৬] বর্তমানে অবশ্য গঙ্গার দু-একটি শুশুক দেখা গেলেও কুমির বা ঘড়িয়াল দেখা যায় না। তবে উপরোক্ত তালিকায় মাছের কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হলেও অনেক প্রজাতির মাছ মালদহ জেলায় এখনও দেখা যায়।

উপরোক্ত জীবজন্তু ও মাছ ছাড়াও মালদহ জেলা একসময় বৈচিত্র্যময় পাখিদের আবাস স্থল ছিল। গঙ্গার মতো বড় নদী সহ মহানন্দা, কালিন্দ্রী, পুণর্ভবা, টাঙ্গন, বেহুলা, ভাগীরথী, পাগলা,বুড়ীগঙ্গা, ফুলহরা, ব্রাহ্মণী, শ্রীমতী বা ছিরামতি, হাঁড়িয়া প্রভৃতি নদীর উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে প্রায় ২৯ হাজার পুকুর এবং বহু খাল বিল নিয়ে এই জেলার জলাভূমি অনেকটাই। ফলস্বরূপ এখানে পাখিদের উপস্থিতিও ছিল যথেষ্ট।

পেম্বারটন(১৮৫৪) এবং হান্টার(১৯২৮-১৯৩৫৫) ও কার্টার(১৯৩৯) সাহেবের বিবরণে মালদহ জেলার যেসব পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি ছিল এরকম- ময়ূর, বালিহাঁস, বাদিহাঁস, রাজহাঁস, দিগহাঁস, পিইংহাঁস, ভূতিহাঁস, খুন্তি হাঁস, গিরিয়া হাঁস, পাতারি হাঁস, পান্তামুখী বা খুন্তেহাঁস, বাবুনিয়া, হাঁস, সোনালি হাঁস, নক্তা বা ঝুটি হাঁস, বড় রাঙা মুড়ি, লাল মুড়ি, পাত্রি হাঁস, নীলশির, ছোটলালশির: সরল বা গেছো হাঁস, বড় সরল, চকাচকি বা ব্রাহ্মিণী, কাদাখোচা(সরু লেজ) কাদাখোদা(পাখার ন্যায় লেজ), ছোটচোহা, বড় পানকৌড়ি, ছোট পানকৌড়ি, অঞ্জন, লাল কাক, কোঁচবক, গাইবক, কোরচেবক, বড় বক, লাল বক, কালো বক, কানা বক বা কুড়ো বক, ছোট করচে বক, বচ্কা, হাড়িয়াল, বড় হাড়িয়াল, পায়রা, গোলা পায়রা, পার ঘুঘু, তেলিয়া ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজঘুঘু হুতোম পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা, ভূতুম পেঁচা, কাল পেঁচা, ছোট কালোপেঁচা, কুতুরা পেঁচা, চিল, শঙ্খচিল, মাঠচিল, ভারতীয় গঙ্গা চিল, তিব্বতীয় গঙ্গা চিল, কালোপেট গঙ্গা চিল, ঘোষক, টিকাবাউড়ি, মাছ মরাল, শকুন, কালো শকুন, গিধা বা দীর্ঘ চঞ্চু ভারতীয় শকুন, চন্দনা, টিয়া, ময়না, ফুলটুসি, কোকিল, বউ-কথা-কও, চোখ গেল, ঝুটি বুলবুল, শাহ্বুলবুল, কাক ডুবুরি, কালোকটকটি, নীলকণ্ঠ, টুনটুনি, কাটাবয়া, বাবুই, টিক্ড়া, ছাতার, মচাশা,রবিন, ধইয়াল, ধোমড়া, হাড়িচাচা, শালিখ, গাঙশালিখ, গুয়ে শালিখ, হরবোলা, লালময়না, খঞ্জন, খঞ্জনা, বড় বাতান, সোনা বাতান, বালু বাতান, বিলের বালুবাতান, ফিরিয়া, গোত্র, বনস্পতি, বড়

পত্রিঙ্গা, আবাবিল (চাতক), মসজিদ আবাবিল, বালুভরত, ঝোপের ভরত, হুট্, নাকুতি, কোয়েল, হাড়গিলা, মদনচূড়, কটাতিতির, ক্ষীর, ধনেশ, বাতাসি, কোকিল, বেতার, ছোট মাছরাঙা, সাদাবুক মাছরাঙা, ফাটকা মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, সবুজ কাঠঠোকরা, সোনালি কাঠঠোকরা, জলমুরগি, জল কুক্কুট, পানকৈরা, করতিয়া, সুরডল , গুড়িয়াল, ছোটবসন্ত বাউরি, বড়বসন্ত বাউরি কর্কটা, বেনেবউ, শামুক খোল, মানিক জোড়, কাস্তে চরা, বাঁশপতি, লালমাথা বাঁশপতি, তালচড়াই, পেলিক্যান,জ্যাকডাউ, রুক, বাদামী প্যাট্রিজ, হিমালয়ান বড় কাক্কু স্রাইক, ভারতীয় জংলি নাইট জার, হানি বুজার্ড ইত্যাদি এই জেলায় দেখা যেত।[৬৭] অবশ্য বর্তমানে এই জেলায় উপরোক্ত তালিকাভুক্ত পাখিগুলির অনেকগুলি লুপ্ত এবং বেশ কয়েকটি বিলুপ্তির পথে।

৩. মালদহ জেলা ঃ প্রশাসনিক বিভাজন

১৮১৩ সালে মোট ৮টি থানা নিয়ে মালদহ জেলাটি গড়ে উঠেছিল। এগুলি ছিল দিনাজপুর জেলার মালদহ ও বামনগোলা; বিহারের পূর্ণিয়া জেলার শিবগঞ্জ কালিয়াচক, ভোলাহাট ও গুরগুরিবাগ; এবং বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার রেহানপুর ও ছুপি। স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল আগে এই থানা এলাকাগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়। এতে থানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫টিতে। এগুলি হল- হরিশচন্দ্রপুর, খরবা, রতুয়া, মানিকচক, মালদহ (ওল্ড মালদা), গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, নবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, এবং নাচোল। স্বাধীনতার পর এই ১৫টি থানার মধ্যে ভোলাহাট শিবগঞ্জ, নাচোল, নবাবগঞ্জ এবং গোমস্তাপুর এই ৫টি থানা পূর্ব পাকিস্তান; অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর বাকি ১০টি থানা নিয়ে গড়ে ওঠে স্বাধীনোত্তর মালদহ জেলা। পরবর্তীতে বৈষ্ণবনগর নামে আরেকটি থানা সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯১ সালের জনগণনায় লেখা হয়েছে -

" The district of Maldah now includes 11 Police Stations, of which 10 Police Station were there during 1981 Census and 1 new Police Station named Baishnab Nagar was created before 1991. census. It also includes 15 Community Development Blocks and one Sub-Division (Sadar) with its district Headquarters located at the Maldah town locally Known as 'English Bazar."[৬৮]

প্রথমে একটি মাত্র Sub-Division থাকলেও ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল চাঁচল Sub-Division গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে মালদা সদর এবং চাঁচল Sub-Division মিলে জেলায় ২টি Sub-Division রয়েছে। কিছু দিন আগে গাজোল Sub-Division করার কথা বলা হলেও এখনও তা সরকারি অনুমতি পায়নি অতি সম্প্রতি সংবাদ পত্রে ভূতনী-দিয়ারাকে নিয়ে একটি পৃথক ব্লক ও থানা গঠন করার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী সদর মহকুমায় ১২৭৪টি মৌজা এবং চাঁচল মহকুমায় ৫২৪টি মৌজা রয়েছে। এর মধ্যে সদর মহকুমায় ১১৩৯টি এবং চাঁচল মহকুমায় ৫০২টি মৌজায় মানুষ বসবাস করে। ২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী মালদহ জেলায় মোট মৌজার সংখ্যা ১৭৯৮ টি হলেও মানুষ বসবাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা ১৬৪১টি এবং মোট বাড়ির সংখ্যা ৬৩১৯৩৫টি। ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী মালদহ জেলার প্রশাসনিক চিত্রটি এরূপ [৬৯] -

মহকুমা	থানা	ব্লক/পৌরসভা	গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম সংসদ	পঞ্চায়েত সমিতি	ওয়ার্ড
চাঁচল	৩	৬ /০*	৪৯	৭০৫	৬	-
	হরিশচন্দ্রপুর	হরিশচন্দ্রপুর-১	৭	১০৫	১	-
		হরিশচন্দ্রপুর-২	৯	১২০	১	
	চাঁচল	চাঁচল-১	৮	১২১	১	-
		চাঁচল-২	৭	১০৮	১	
	রতুয়া	রতুয়া-১	১০	১৪৮	১	-
		রতুয়া-২	৮	১০৩	১	
সদর	৮	৯/২	৯৭	১৩০৩	৯	৪২
	গাজোল	গাজোল	১৫	১৯৬	১	-
	বামনগোলা	বামনগোলা	৬	৮৯	১	-
	হবিবপুর	হবিবপুর	১১	১৪৩	১	-
	মালদা	ওল্ড মালদা	৬	৮৭	১	-
		ওল্ড মালদা (পৌরসভা)	-	-	-	১৭*
	ইংরেজবাজার	ইংরেজবাজার	১১	১৪৪	১	-
		ইংরেজবাজার (পৌরসভা)	-	-	-	২৫
	মানিকচক	মানিকচক	১১	১৫৪	১	-
	কালিয়াচক	কালিয়াচক-১	১৪	১৯৫	১	-
		কালিয়াচক-২	৯	১০৮	১	-
	বৈষ্ণবনগর	কালিয়াচক-৩	১৪	১৮৭	১	-
মোট-২	১১	১৫/২	১৪৬	২০০৮	১৫	৪২

*সম্প্রতি চাঁচলকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও সরকারি ভাবে এখনো পৌরসভার কাজ শুরু হয়নি। *ওল্ড মালদা পৌরসভায় একটি ওয়ার্ড সংযোজিত হয়ে বর্তমানে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১৮টি হয়েছে।

মালদহ জেলায় দুটি সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্র রয়েছে; উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনী ক্ষেত্র রয়েছে ১২টি। এগুলি হল ১) হবিবপুর (তপঃ উপজাতি), ২) গাজোল (তপ ঃ জাতি), ৩) ওল্ড মালদা (তপঃ জাতি), ৪) মালতীপুর (সাধারণ),৫) রতুয়া (সাধারণ), ৬) হরিশচন্দ্রপুর (সাধারণ), ৭) চাঁচল (সাধারণ), ৮) মানিকচক (সাধারণ), ৯) ইংরেজবাজার (সাধারণ),১০) মোথাবাড়ি (সাধারণ),১১) সুজাপুর (সাধারণ), ১২) বৈষ্ণবনগর (সাধারণ)।

বর্তমানে মালদহ জেলায় ১৫টি ব্লকে মোট ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এই ব্লকগুলির অন্তর্ভুক্ত গ্রামপঞ্চায়েত গুলি হল এরূপ[৭০] -

ক) হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লক

১) ভিঙ্গোল (Bhingole)
২) বরই (Boroi)
৩) হরিশ্চন্দ্রপুর (Harishchandrapur)
৪) কুশিদা (Kushida)
৫) মহেন্দ্রপুর (Mahendrapur)
৬) রশিদাবাদ (Rashidabad)
৭) তুলসীহাট্টা (Tulshihatta)

খ) হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লক

৮) ভালুকা (Bhaluka)
৯) দৌলতনগর (Doulatnagar)
১০) দৌলতপুর (Doulatpur)
১১) ইসলামপুর (Islampur)
১২) মালিওর-১ (Malior-I)
১৩) মালিওর-২ (Malior-II)
১৪) মশালদহ (Masaldah)
১৫) সাদলিচক (Sadlichak)
১৬) সুলতান নগর (Sultannagar)

গ) চাঁচল-১ নং ব্লক

১৭) অলিহন্ডা (Alihanda)
১৮) ভগবানপুর (Bhagabanpur)
১৯) চাঁচল (Chanchal)
২০) কলিগ্রাম (Kaligram)
২১) খরবা (Kharba)
২২) মহানন্দপুর (Mahanandapur)
২৩) মকদমপুর (Mokdumpur)
২৪) মোতিহারপুর (Motiharpur)

ঘ) চাঁচল-২ নং ব্লক

২৫) ভাক্‌রি (Bhakri)
২৬) চন্দ্রপাড়া (Chandrapara)
২৭) ধানগাড়া- বিশানপুর (Dhangara Bisanpur)
২৮) গৌড়হন্ড (Gourhand)
২৯) জালালপুর (Jalalpur)
৩০) ক্ষেমপুর (Kshempur)
৩১) মালতিপুর (Malatipur)

ঙ) রতুয়া -১ নং ব্লক

৩২) বাহারাল (Baharal)
৩৩) বিলাইমারি (Belaimari)
৩৪) ভাদো (Bhado)
৩৫) চাঁদমনি-১ (Chandmoni-I)
৩৬) চাঁদমনি-২ (Chandmoni-II)
৩৭) দেবীপুর (Debipur)
৩৮) কাহালা (Kahala)
৩৯) মহানন্দাটোলা (Mahanandatola)
৪০) রতুয়া (Ratua)
৪১) সামসী (Samsi)

চ) রতুয়া-২ নং ব্লক

৪২) আড়াইডাঙ্গা (Araidanga)
৪৩) মহারাজপুর (Maharajpur)
৪৪) পরাণপুর (Paranpur)
৪৫) পীরগঞ্জ (Pirganj)
৪৬) পুখুরিয়া (Pukhuria)
৪৭) সম্বলপুর (Sambalpur)
৪৮) শ্রীপুর-১ (Sripur-I)
৪৯) শ্রীপুর-২ (Sripur-II)

ছ) মানিকচক ব্লক

৫০) চৌকি-মির্‌দাদ্‌পুর (Chowki Mirdadpur)
৫১) দক্ষিণ চন্ডীপুর (Dakshin Chandipur)
৫২) ধরমপুর (Dharampur)
৫৩) এনায়েতপুর (Enayetpur)

৫৪) গোপালপুর (Gopalpur)
৫৫) হীরানন্দপুর (Hiranandapur)
৫৬) মানিকচক (Manikchak)
৫৭) মথুরাপুর (Mathurapur)
৫৮) নাজিরপুর (Nazirpur)
৫৯) নুরপুর (Noorpur)
৬০) উত্তর- চন্ডীপুর (Uttar Chandipur)

জ) গাজোল ব্লক

৬১) আলাল (Alal)
৬২) বাবুপুর (Babupur)
৬৩) বৈরগাছি-১ (Bairgachhi-I)
৬৪) বৈরগাছি-২ (Bairgachhi-II)
৬৫) চাকনগর (Chaknagar)
৬৬) দেওতলা (Deotala)
৬৭) গাজোল-১ (Gazole-I)
৬৮) গাজোল-২ (Gazole-II)
৬৯) করকচ্ (Karkach)
৭০) মাঝ্‌রা (Majhra)
৭১) পান্ডুয়া (Pandua)
৭২) রানীগঞ্জ-১ (Raniganj-I)
৭৩) রানীগঞ্জ-২ (Raniganj-II)
৭৪) সাহাজাদপুর(Sahajadpur)
৭৫) সালাইডাঙ্গা (Salaidanga)

ঝ) বামনগোলা ব্লক

৭৬) বামনগোলা (Bamongola)
৭৭) চাঁদপুর (Chandpur)
৭৮) গোবিন্দপুর-মহেশপুর (Gobindapur Maheshpur)
৭৯) জগদলা (Jagdala)
৮০) মদনাবতী (Madanabati)
৮১) পাকুয়াহাট (Pakuahat)

ঞ) হবিবপুর ব্লক

৮২) আইহো (Aiho)
৮৩) আক্‌তোল (Aktail)
৮৪) বৈদ্যপুর (Baidyapur)

৮৫) বুলবুলচন্ডী (Bulbulchandi)
৮৬) ধুমপুর (Dhumpur)
৮৭) হবিবপুর (Habibpur)
৮৮) জাজৈল (Jajoil)
৮৯) কান্‌তুর্‌কা (Kanturka)
৯০) মঙ্গলপুরা (Mangalpura)
৯১) ঋষিপুর (Rishipur)
৯২) শ্রীরামপুর (Srirampur)

ট) ওল্ড মালদা ব্লক

৯৩) ভাবুক (Bhabuk)
৯৪) যাত্রাডাঙ্গা (Jatradanga)
৯৫) মহিষবাথানী (Mahishbathani)
৯৬) মঙ্গলবাড়ি (Mangalbari)
৯৭) মুচিয়া (Muchia)
৯৮) সাহাপুর (Sahapur)

ঠ) ইংরেজবাজার ব্লক

৯৯) অমৃতি (Amrity)
১০০) বিনোদপুর (Binodpur)
১০১) যদুপুর-১ (Jadupur-I)
১০২) যদুপুর-২ (Jadupur-II)
১০৩) কাজিগ্রাম (Kazigram)
১০৪) কোতুয়ালি (Kotwali)
১০৫) মহদিপুর (Mahadipur)
১০৬) মিল্কী (Milki)
১০৭) নরহাট্টা (Narhatta)
১০৮) ফুলবাড়িয়া (Phulbaria)
১০৯) শোভানগর (Sovanagar)

ড) কালিয়াচক-১

১১০) আলিনগর (Alinagar)
১১১) আলিপুর-১ (Alipur-I)
১১২) আলিপুর-২ (Alipur-II)
১১৩) বামনগ্রাম মোসিমপুর (Bamongram Mosimpur)
১১৪) গয়েশবাড়ি (Goyeshbari)
১১৫) জালালপুর (Jalalpur)

১১৬) জালুয়াবাধাল (Jaluabathal)
১১৭) কালিয়াচক-১ (Kaliachak-I)
১১৮) কালিয়াচক-২ (Kaliachak-II)
১১৯) মোজমপুর (Mozampur)
১২০) নওদা যদুপুর (Nawada Jadupur)
১২১) সিলামপুর-১ (Silampur-I)
১২২) সিলামপুর-২ (Silampur-II)
১২৩) সুজাপুর (Sujapur)

ঢ) কালিয়াচক-২ ব্লক

১২৪) বাঙ্গিটোলা (Bangitola)
১২৫) গঙ্গাপ্রসাদ (Gangaprosad)
১২৬) হামিদপুর (Hamidpur)
১২৭) মোথাবাড়ি (Mothabari)
১২৮) রাজনগর (Rajnagar)
১২৯) রথবাড়ি (Rathbari)
১৩০) উত্তর লক্ষ্মীপুর (Uttar Laxmipur)
১৩১) উত্তর পঞ্চানন্দপুর-১ (Uttar Panchanandapur-I)
১৩২) উত্তর পঞ্চানন্দপুর-২ (Uttar Panchanandapur-II)

ণ) কালিয়াচক-৩ ব্লক

১৩৩) আকন্দবাড়িয়া (Akandabaria)
১৩৪) বাখ্‌রাবাদ (Bakhrabad)
১৩৫) বেদ্‌রাবাদ (Bedrabad)
১৩৬) ভগবানপুর (Bhagabanpur)
১৩৭) বীরনগর-১ (Birnagar-I)
১৩৮) বীরনগর-২ (Birnagar-II)
১৩৯) চরিঅনন্তপুর (Charianantapur)
১৪০) গোলাপগঞ্জ (Golapganj)
১৪১) কৃষ্ণপুর (Krishnapur)
১৪২) কুম্ভীরা (Kumbhira)
১৪৩) লক্ষ্মীপুর (Laxmipur)
১৪৪) পারদেওনাপুর শোভাপুর (Par Deonapur Sovapur)
১৪৫) সাহাবাজপুর (Sahabajpur)
১৪৬) সাহাবানচক (Sahabanchak)

৪. মালদহ জেলা ঃ জনগোষ্ঠীর পরিচয়

৪.১. জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস

জনসংখ্যার বিচারে রাজ্যের একাদশতম জেলা মালদহ। ১৯০১ সালে মালদহ জেলার জনসংখ্যা ছিল ৬,০৩,৬৪৯ জন। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩২,৯০,৪৬৮ জন একটি সারণির সাহায্যে ১৯০১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলার ১০০ বছরের জনসংখ্যার চিত্রটি এরূপ[৭১] -

সাল	মোট জনসংখ্যা	
১৯০১	৬,০৩,৬৪৯	জন
১৯১১	৬,৯৮,৫৪৭	জন
১৯২১	৬,৮৬,১৭৪	জন
১৯৩১	৭,২০,৪৪০	জন
১৯৪১	৮,৪৪,৩১৫	জন
১৯৫১	৯,৩৭,৫৮০	জন
১৯৬১	১২,২১,৯২৩	জন
১৯৭১	১৬,১২,৬৫৭	জন
১৯৮১	২০,৩১,৮৭১	জন
১৯৯১	২৬,৩৭,০৩২	জন
২০০১	৩২,৯০,৪৬৮	জন

আগের সারণিটিকে লক্ষ করলে দেখা যায় " ১৯১১ - ২১ দশকটিতে মালদহ জেলার জনসংখ্যা হ্রাস পায় ১.৮ শতাংশ। এই কালপর্বে ম্যালেরিয়া একাধিকবার মহামারীর রূপ নেয়। দশকের শেষদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাপক প্রাণহানির কারণ হয়। মনে করা হয় রেলপথের প্রসার জেলার স্বাভাবিক জল নির্গমন পথে বাধা দিয়ে ম্যালেরিয়া ও অন্য জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি করেছিল।"[৭২] পরবর্তীতে অবশ্য নানা জায়গা থেকে মানুষজন আসার ফলে মালদহ জেলার জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩২,৯০,৪৬৮ জন। এর মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ ১৬,২১,৪৬৮ জন। মুসলিম জনসংখ্যা ১৬,৩৬,১৭১ জন, খ্রিষ্টান ৬,৩৮৮ জন, শিখ ২৮৩ জন, বৌদ্ধ ১৬৪ জন, জৈন ২৯৩ জন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ২২,৩৫০ জন; এবং ধর্মের উল্লেখ নেই এমন মানুষের সংখ্যা ১৩৫১ জন।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহ জেলার ১৫টি ব্লকের জনবিন্যাস এরূপ-

হরিশচন্দ্রপুর-১ নং ব্লকে ১,৬২,৪০৬ জন, হরিশচন্দ্রপুর -২ নং ব্লকে ১,৯৮,০৩৯ জন
চাঁচোল -১ নং ব্লকে ১,৭৪,২০৪ জন, চাঁচল -২ নং ব্লকে ১,৬৫,১৯২ জন

রতুয়া- ১নং ব্লকে ২,১৭,৩৫৬ জন ,রতুয়া-২নং ব্লকে ১,৬০,৯০৪ জন
গাজোল -ব্লকে ২,৯৪,৭১৫ জন ,বামনগোলা- ব্লকে ১,২৭,২৫২ জন
হবিবপুর ব্লকে ১,৮৭,৬৫০ জন
পুরাতন মালদহ বা ওল্ড মালদা ব্লকে ১, ৩১,২৫৫ জন
ইংরেজ বাজার ব্লকে ২,২৬,২৩৬ জন,মানিকচক ব্লকে ২,১৪,১২৭ জন ,
কালিয়াচক -১নং ব্লকে ৩,১০,৯৩৫ জন ,কালিয়াচক- ২নং ব্লকে ২,১১,৪০৬ জন
কালিয়াচক -৩নং ব্লকে ২,৫৮,৩৭৬ জন এবং ওল্ডমালদা পৌরসভায় ৬২,৯৫৯ জন
ইংরেজ বাজার পৌরসভায় ১,৬১,৪৫৬ জন ।

জনঘনত্বের বিচারে সর্বাধিক লোক বসবাস করেন ইংরেজবাজার পৌরসভায় প্রতি বর্গ কি.মি. তে ১১,৮৪৬ জন। ব্লকগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব লক্ষ করা যায় কালিয়াচক ১ ব্লকে প্রতি বর্গ কি.মি. তে ২,৯৫১ জন। আর সবচেয়ে কম জন ঘনত্ব রয়েছে হবিবপুর ব্লকে প্রতি বর্গ কি.মি. তে ৪৭৪ জন। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহ জেলার জন ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি. তে ৮৮১ জন। ১৯৯১ সালের জন গণনা অনুযায়ী এই জন ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কি.মি. তে ৭০৬ জন।[৭৩]

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহ জেলায় মোট জনসংখ্যার ১৬,৮৯,৪০৬ জন পুরুষ এবং ১৬,০১,০৬২ জন নারী। মোট জনসংখ্যার ৪৮.৬৫ শতাংশ নারী অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন পুরুষে ৯৫ জন নারী। ১৯০১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলার নারী পুরুষের জনসংখ্যা এরূপ [৭৪]-

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	প্রতি ১০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা
১৯০১	৬,০৩,৬৪৯	৩,০০,৭৪৩	৩,০২,৯০৬	১০১
১৯১১	৬,৯৮,৫৪৭	৩,৪৮,৫২২	৩,৫০,০২৫	১০০
১৯২১	৬,৮৬,১৭৪	৩,৪৪,৬৫০	৩,৪১,৫২৪	৯৯
১৯৩১	৭,২০,৪৪০	৩,৬২,১৬৮	৩,৫৮,২৭২	৯৯
১৯৪১	৮,৪৪,৩১৫	৪,২৫,৮৩২	৪,১৮,৪৮৩	৯৮
১৯৫১	৯,৩৭,৫৮০	৪,৭৬,৭৯৪	৪,৬০,৭৮৬	৯৭
১৯৬১	১২,২১,৯২৩	৬,২১,৯৯০	৫,৯৯,৯৩৩	৯৬
১৯৭১	১৬,১২,৬৫৭	৮,২৭,৭০৬	৭,৮৪,৯৫১	৯৫
১৯৮১	২০,৩১,৮৭১	১০,৪২,৪৯৮	৯,৮৯,৩৭৩	৯৫
১৯৯১	২৬,৩৭,০৩২	১৩,৬০,৫৪১	১২,৭৬,৪৯১	৯৪
২০০১	৩২,৯০,৪৬৮	১৬,৮০,৪০৬	১৬,০১,০৬২	৯৫

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে মালদহ জেলায় মোট ৫,৫৪,১৬৫ জন তপশিলি জাতি ও ২,২৭,০৪৭ জন তপশিলি উপজাতির মানুষ বসবাস করেন। ব্লক এবং পৌরসভা অনুযায়ী তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত মানষের সংখ্যা এরূপ[৭৫] -

ব্লক	তপশিলি জাতি			তপশিলি উপজাতি		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
হরিশচন্দ্রপুর-১	২০,৯২১	১৯,৮৮৫	৪০,৮০৬	১,৭৫৯	১,৭২৪	৩,৪৮৩
হরিশচন্দ্রপুর-২	১১৪৮০	১০৬৪৬	২২১২৬	২৭৩৩	২৬৫১	৫৩৮৪
চাঁচল-১	১২০৭৬	১১৬৬০	২৩৭৩৬	৩৪৮	৩৩৬	৬৮৪
চাঁচল-২	৭২৭৫	৭২৪৩	১৪৫১৮	৫৯৩৩	৫৮৬৫	১১৭৯৮
রতুয়া-১	৯১০৯	৮৫৩৭	১৭৬৪৬	৮২৮৬	৭৮৫২	১৬১৩৮
রতুয়া-২	৬৫৩১	৬২৮১	১২৮১২	৭৯৭	৮১০	১৬০৭
গাজোল	৫০৬৮৩	৪৭৯৬৬	৯৮৬৪৯	২৮৭৯৩	২৯২৮৩	৫৮০৭৬
বামনগোলা	৩২৮১০	৩০৬৪৯	৬৩৪৫৯	১২৪৮৫	১২৫৯৮	২৫০৮৩
হবিবপুর	৪৪২৩১	৪২৬৩৪	৮৬৮৬৫	২৭৫৯৪	২৮৩৬৭	৫৫৯৬১
ওল্ড মালদা	১৮৮২২	১৭৭৫০	৩৬৫৭২	১০০৪৮	১০১৪৪	২০১৯২
ইংরেজবাজার	১৮২৬২	১৬৮২৩	৩৫০৮৫	১৯৮২	১৯৭৪	৩৯৫৬
মানিকচক	১২৫২৭	১১৬৬৫	২৪১৯২	১১২০৪	১০৪৬৪	২১৬৬৮
কালিয়াচক-১	৪৩৩৭	৪০০০	৮৩৩৭	৫৮	৪৯	১০৭
কালিয়াচক-২	৮৯৬৭	৮৩৮২	১৭৩৪৯	১০	৩	১৩
কালিয়াচক-৩	১১৫০১	১০৮৫০	২২৩৫১	৩৮৭	৩৪৫	৭৩২
ওল্ডমালদা (পৌরসভা)	৫৮৩১	৫৫৩৪	১১৩৬৫	২০৯	২০৫	৪১৪
ইংরেজবাজার (পৌরসভা)	৯৩৬৩	৮৯৩৪	১৮২৯৭	৯১১	৮৪০	১৭৫১

মালদহ জেলায় মোট জনসংখ্যার কিছু অংশ দৈহিক প্রতিবন্ধী মানুষ। এর মধ্যে অস্থি সংক্রান্ত, শ্রবণ সংক্রান্ত, দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত, মূক ও বধির এবং মানসিক প্রতিবন্ধী রয়েছেন।

৪.২. জনজাতি

বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির জেলা মালদহ। বিচিত্র সংস্কৃতির ধারায় স্নাত এই জেলার জনজাতির প্রকৃতিও বিচিত্র। অনেক গবেষক মনে করেন পূর্বে এখানে 'মালদ' নামক অধিবাসীদের বাস ছিল। এরাই পরবর্তীতে মালপাহাড়ি নামে পরিচিত হয়েছে। যদিও মালপাহাড়িদের আদি নিবাস রাজমহলের পাহাড়ি এলাকায়। ইতিহাসের স্রোতধারায় এই অঞ্চলে এসেছে বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। পাল, সেন, কৈবর্ত, তুর্কি, পাঠান, হাব্‌শি, মামুদশাহী, মোগল এবং আরও অন্যান্য বংশের তথা জাতির শাসনে বিবর্তিত হয়েছে এই জেলা। পরবর্তীতে এসেছে ডাচ্, ইংরেজ বণিকরা। পাশাপাশি মিথিলা, ভোজপুর এবং মগধ অঞ্চলেরও মানুষ এই অঞ্চলে এসেছে এবং অনেকে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। রাজমহল পাহাড় ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে শবর, ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া, শাউরিয়া পাহাড়িয়া সহ প্রচুর সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষজন মালদহ জেলায় এসে বসবাস শুরু করে। উনিশ শতকের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রচুর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন এসে এই জেলায় বসবাস শুরু করে। স্বাধীনতার আগে ও পরে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ এসে এই জেলায় বসবাস শুরু করে। রেললাইন তৈরি হওয়ায় বিহার থেকেও কিছু মানুষ এসে এই জেলায় বসবাস শুরু করে। পরবর্তীতে জীবিকার সুত্রে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নানা জেলার মানুষ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ এই জেলায় এসেছেন এবং অনেকে স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন। ফলস্বরূপ এই জেলার জনজাতির বৈচিত্র্য অনেক বেশি। এই জেলায় হিন্দু, মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়াও সামান্য কিছু পরিমাণে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের বাস রয়েছে এই জেলায়। হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণির মধ্যে অনেকগুলি উপশ্রেণি বা উপসম্প্রদায় রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই বিভাগ গুলি ধর্ম-উপাসনাগত; তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই বিভাজন কর্ম বা পেশাগত।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনজাতিগুলি ছিল এরূপ- " ভড়,ভূমিজ, ধাঙ্গর, খারোয়ার, কোল, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, বাগ্‌দী, বাহেলিয়া, বাউরী, বেদিয়া, ভুঁইয়া, বিন্দ, বুনা, চাঁই, চামার ও মুচি, চন্ডাল, ডোম, দোসাদ, গঙ্গোতা, হাড়ি, কাওরা, করঙ্গা, কোচ, পলি, রাজবংশী, মাহিলি, মাল, মালো, মরকন্ডে, মেথর, ভুঁইমালী, মুশাহর, পাসি, রাজওয়ার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঘাটওয়াল, কায়স্থ, ভাট, বৈদ, আগরওয়ালা, মাড়ওয়ারী, ক্ষত্রী, অসওয়াল, বাক্কাল, বানিয়া, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক, গোয়ালা,গরেরি, গানরার, মোদক, কৈবর্ত, আগুরি, বারুই, তামলি, সদগোপ, মালি, কোয়েরি, কুর্মী,নাগর,ধোপা, হাজ্জাম, বেহারা এবং ডুলিয়া, কাহার, ধানুক, কামার, কাঁসারি, সোনার, সূত্রধর, কুমার, লাহেড়ি, শাঁখারি, শুঁড়ি,তেলি, কলু, তাঁতি, যোগী (যুগী), গনেশ কাপালি, ধুনিয়া, বেলদার, চুনারী, নায়েক, নুনিয়া, পুন্ডারি, কান্ডারী, তুরহা, জালিয়া, মালা, মাছুয়া, তিয়র, পাটনী, পোদ্,গণ্‌রি, বানফোঁর, বাথুয়া, কেউট, মুরিয়ারি, সুরাহিয়া, বাইতি, বৈষ্ণব, গোঁসাই, দেশি খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে জুলাহা (জোলা), মুঘল, পাঠান, সৈয়দ, সেখ। "[৭৬]
বর্তমানে মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলি এরূপ-

ক) মুসলমান/মুসলিম ঃ

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলিম সম্প্রদায়ের। মালদহ জেলায় যেসব মুসলিম উপসম্প্রদায়ের দেখা মেলে সেগুলি এরকম-

শেখ ঃ

এরা অভিজাত মুসলিম তবে মালদহ জেলায় শেখ নামে মুসলিমদের বিশেষ সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা মুশকিল। অনেকেই শেখ উপাধিটি ব্যবহার করে থাকেন। এদের মধ্যে বাংলা ও খোট্টা দু' রকম ভাষাই ব্যবহার করতে দেখা যায়। সমগ্র জেলাতেই এদের দেখা মেলে।

সৈয়দ ঃ

মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি উপসম্প্রদায়। এরা পয়গম্বরের বংশধর হওয়ায় বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। সুলতান হোসেন শাহ নিজেকে সৈয়দ বংশদ্ভুত বলে দাবি করতেন।

মোগল ঃ

এই সম্প্রদায়ের মুসলিমও এই জেলায় আছে। এরা সাধারণত মির্জা, বেগ ও শেখ এই উপাধিগুলি ব্যবহার করে থাকেন।

পাঠান ঃ

এই সম্প্রদায়ের মানুষও এই জেলায় বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে। এরা সাধারণ খান, খাঁ, মল্লিক ইত্যাদি পদবি গুলি ব্যবহার করেন।

আফগান ঃ

তুর্কিদের সাথে এখানে আগমন, তারপর কিছু সংখ্যকের স্থায়ীভাবে বসবাস। এ জেলায় তাই তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আরবিয় ঃ

সুফি ধর্ম প্রচারক এবং বণিক হিসেবে এ জেলায় এসে; আরবের কিছু মানুষ এখানে বসবাস শুরু করেন। তবে এদের আচার আচরণ এখন বাংলার মতোই হয়ে গেছে।

বাদিয়া বা শেরশা বাদিয়া ঃ

এই সম্প্রদায়ের মানুষ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এরা মূলত বাংলা ভাষী। শেরশাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এরূপ নামকরণ।

পেঁচি ঃ

বাদিয়া সম্প্রদায়েরই একটি ভাগ। শুধু ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে সামান্য একটু পার্থক্য আছে।

মোমিন বা জোলা ঃ

এরা তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই জেলায় মোমিন সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি বেশ ভালো পরিমাণেই আছে।

নাদাব বা ধুনিয়া ঃ

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তুলো ধনার কাজে যুক্ত। এদের উপস্থিতিও মালদহ জেলায় কম নয়।

সবজি /কুঁঝরা ঃ

মূলত শাক-সবজির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল বা আছে বলে এরূপ নামকরণ। এই সম্প্রদায়ের মানুষও বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে।

পাঁঝরা ঃ

মুসলিম সম্প্রদায়ের এই মানুষেরা মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এরা ধর্মান্তরিত মুসলিম। কেননা কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের বিবাহিত নারীরা সিঁদুর পরত।

দ্বারভাঙ্গিয়া ঃ

দ্বারভাঙ্গা থেকে আগত এই মুসলিমরা দীর্ঘদেহী। মালদহ জেলার বারোটি গ্রামে এরা রয়েছে। এরা মূলত খোট্টাভাষী; এদের ভাষার সঙ্গে দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। মূলত কৃষিকর্মে নিযুক্ত। এদের অনেকেই পুলিশ বা ঐ জাতীয় চাকরি করে থাকে।

হোসেনী ঘোষ/হোসেনী গোয়ালা ঃ

মুসলিম সম্প্রদায়ের এই গোষ্ঠীর মানুষজন মালদহ জেলায় রয়েছে। এদের বিবাহিত মহিলারাও সিঁদুর পরে। এদের সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে হোসেন শাহের জন্য দুধ জোগানোর কাজ অক্ষুন্ন রাখার কারণেই এরা ধর্মান্তরিত হয়; মতান্তরে এদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। এদের জীবন যাপনে হিন্দু ও মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

নাড়ে গুস্তি বা নাড়ে গুষ্টি বা নদে গুষ্টি ঃ

এরাও ধর্মান্তরিত মুসলিম। এদের সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে এরা একসময় চৈতন্য দেবের বিরোধিতা করায় নদিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপরে তারা রাজশাহি জেলার নাটোর অঞ্চলে চলে যান। কিন্তু সেখানে বসবাসযোগ্য কোনো জমি না পেয়ে বা হয়তো বিতাড়িত হয়ে, আবার গৌড় পান্ডুয়া অঞ্চলেই ফিরে আসেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার শর্তেই হোসেন শাহের কাছ থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করার অনুমতি পান। আজও এদের উপস্থিতি এই জেলায় রয়েছে।

আরজল ঃ

নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম।

খোন্দকার/খন্দকার ঃ

সম্ভ্রান্ত মুসলিম। এরা চাষ আবাদ করে।

হাজ্জাম ঃ

এরা সাধারণত সুন্নত বা খত্নার কাজ করে। কিছু পরিমাণে এই জাতীয় মুসলিম এই জেলায় রয়েছে।

হাজাম বা ললুয়া ঃ

এই সম্প্রদায়টি সাধারণত ক্ষৌর কর্মে নিযুক্ত থাকে। সুজাপুর অঞ্চলের নাজিরপুরে এরা স্থানীয়ভাবে ললুয়া নামে পরিচিত। এরা অনেক সময় পরামাণিক উপাধি ব্যবহার করে থাকে।

পামারিয়া ঃ

এই সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমরা আগে কোনো বাড়িতে নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করলে ঢোল বাজিয়ে গান করে পয়সা রোজগার করত; অনেকটা হিজড়েদের মত। কিন্তু এরা হিজড়ে নয়। মানিকচকের উগড়িটোলা, কালিয়াচকের রাজনগর, চুড়িবালা মোড় প্রভৃতি স্থানে এরা এখনও রয়েছে। তবে প্রথাটি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে।

নৈস্য শেখ/নস্য শেখ ঃ

মুসলিম সম্প্রদায়র একটি উপসম্প্রদায় বিশেষ। এরা ধর্মান্তরিত মুসলিম। অনুমান করা হয়, রাজবংশি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষে পরিণত হয়েছেন। কারো মতে তাদের জাতি নষ্ট হয়ে শেখ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন বলে নষ্ট শেখ থেকে নৈস্য/নস্য শেখ এরূপ নামকরণ হয়েছে।

সুফি/সুফী ঃ

তুলনামূলক উদারপন্থী। মালদহ জেলাতেও এরা রয়েছেন।

সাঁই/ফকির ঃ

এই সম্প্রদায়ের মুসলিমরা সুফি মতাবলম্বী। এদেরকে ফকিরও বলা হয়ে থাকে। মালদহ জেলার ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন নঘড়িয়া, মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর অচিনতলা, নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরটোলা, সিলামপুর -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং সংসদ এবং আরও কিছু জায়গায় এদের বসতি লক্ষ করা যায়।

উপরাটিয়া ঃ

এটি শেখ সম্প্রদায়েরই একটি ভাগ। এরা সাধারণত রেশম চাষ ও পলু পালনে সুদীর্ঘকাল ধরে নিয়োজিত। মালদহ জেলায় এরা বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছেন।

চামকাটি মুসলমান ঃ

বিলুপ্ত প্রায় এই উপসম্প্রদায় মালদহ জেলার চালসাপাড়া ও অন্যান্য স্থানে আছেন। এরা গৌড়স্থিত চামকাটি মসজিদে নামাজ পড়ত। আবার কারো মতে এরা নিজের দেহের চামড়া কেটে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে তার কৃপা লাভের চেষ্টা করত বলে, এরূপ নামকরণ।

কাগতি/কাগচা/কাগাজিয়া ঃ

এরা একসময় কাগজ তৈরি করতেন, এখন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত।

ওস্তাগর/দর্জি ঃ

এরা মূলত জামা কাপড় সেলাই করার কাজে নিয়োজিত।

পটুয়া ঃ

এরা ছিল চিত্র শিল্পী বা অঙ্কন শিল্পী। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এখন বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত।

মুকেরি/মুগরি ঃ

গবাদি পশু নিয়ে কারবার। পশু পালন ও পশু কেনাবেচা দুটোই তারা করে থাকে।

পিঠারি ঃ

পিঠা ও রুটি তৈরির কাজে যুক্ত ছিল একসময়। এখন অন্যান্য পেশাতেও যুক্ত।

কাবাড়ি ঃ

প্রধানত মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল এক সময়। এখন অন্যান্য পেশাতেও যুক্ত।

সানকর/সানাকর ঃ

এরা তাঁতিদের জন্য তাঁত তৈরি করত একসময়। এছাড়াও 'সানা' অথাৎ পাথর বাঁধানো ও খোদাইয়ের কাজ করত।

তিরকর ঃ

এরা তীর বা শর প্রস্তুত করত একসময়। এখন অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত।

গরসাল ঃ

এরা ধর্মান্তরিত মুসলিম। ভিক্ষাবৃত্তিতে সাধারণত নিয়োজিত।

এছাড়াও মল্লিক, বিশ্বাস ইত্যাদি উপাধিযুক্ত মুসলিম ও এই জেলায় দেখা যায়। পেশা বা কর্মগত দিক থেকে আরও কয়েকটি শ্রেণি আছে, যেমন- মুয়োজ্জিন (মসজিদের মিনার থেকে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর নাম ঘোষণা করে।), মুচি, স্বর্ণকার, চুড়িওয়ালা, তাসাওয়ালা (সাধারণত বাজনার কাজ করে)।

খ) হিন্দু ঃ

ব্রাহ্মণ ঃ

এই সম্প্রদায়ের মানুষের অনেকগুলি শ্রেণি ও উপশ্রেণি রয়েছে। এই শ্রেণিগুলির অধিকাংশই স্থান কেন্দ্রিক। এই জেলায় ব্রাহ্মণদের যে প্রধান শ্রেণিগুলি দেখা যায় তা এরূপ -
বাঙালি ব্রাহ্মণ - চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি, লাহিড়ি,চক্রবর্তী ইত্যাদি।
মৈথিলি ব্রাহ্মণ - ঝা, মিশ্র, ওঝা, রায়, উপাধ্যায় ইত্যাদি।
উত্তর প্রদেশ/বিহার বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত - দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, পান্ডে, তিওয়ারী ইত্যাদি। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ - এরা মূলত শ্রাদ্ধের কাজ করে থাকে।

কায়স্থ ঃ

এদের বহু পদবি ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন - দে, দাস, সরকার, মজুমদার, বিশ্বাস ইত্যাদি। বর্তমানে কৃষিকর্ম সহ বিভিন্ন পেশাতে যুক্ত।

পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় ঃ

এই অঞ্চলেরই প্রাচীন জাতি। আঞ্চলিক নাম পোদ বা পুড়া জাতি। এরাই নাকি আখ চাষ ও গুড়

তৈরির প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিল। এছাড়াও কৃষিকর্মে তারা নিপুণ ছিল। মালদহ জেলা ইংরেজবাজার,হবিবপুর, পুরাতন মালদা ও কালিয়াচক ব্লকে এরা বেশি রয়েছে। বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত।

কৈবর্ত,ক্যাওট ঃ

মূলত ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষ। এক সময় এই অঞ্চলের শাসনভার কৈবর্তদের হাতে চলে যায়। এই জেলায় এদের উপসম্প্রদায়গুলি হল - গুড়হি (গুঁড়ি), কুলীন গুঁড়ি কেউট, সরাইয়া, বিন মালো। সমগ্র জেলাতেই এদের উপস্থিতি।

রাজবংশি ঃ

এই সম্প্রদায়ের মানুষ এই জেলার বরিন্দ অঞ্চলে বেশি পরিমাণে বসবাস করেন। এছাড়াও টাল অঞ্চলেও এদের উপস্থিতি ভালোই। দিয়ারা অঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় এদের উপস্থিতি কিছু পরিমাণে দেখা যায়। মূলত কৃষিজীবি হলেও এখন এদের অন্যান্য পেশাতেও দেখা যায়।

কোচ, কোচ মন্ডই ঃ

এরা মূলত শিবের উপাসক। পূজা-পার্বণে এদের মধ্যে পায়রা বলি ও তার রক্ত পান করার রীতি আছে, তবে তা ধীরে ধীরে কমে আসছে।

দেশি/গৌড় দেশি ঃ

আচার আচরণে ও রীতি নীতিতে অনেকটাই রাজবংশিদের মতো। এই জেলায় সামান্য কিছু পরিমাণে এদের দেখা যায়। কৃষিকর্ম সহ বিভিন্ন পেশাতে এরা যুক্ত।

পলি,পলিয়া ঃ

রাজবংশি সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলে অনেকে এদের মনে করেন। তবে রাজবংশিদের সঙ্গে পলিয়াদের পার্থক্য আছে। পলিয়ারা আবার দুভাগে বিভক্ত, সাধু পলিয়া এবং বাবু পলিয়া। এরা মূলত কৃষিজীবি। তবে এখন অন্যান্য পেশাতেও দেখা যায়। সমগ্র জেলা জুড়ে থাকলেও মূলত বরিন্দ অঞ্চলে এরা বেশি পরিমাণে রয়েছে।

সাঁওতাল ঃ

গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ব্লকে এই সম্প্রদায় বেশ ভালো পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ব্লকেও এদের উপস্থিতি রয়েছে। অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গোত্র ও উপগোত্র রয়েছে।

শবর, শৌরিয়া ঃ

একটি আদিম জাতি। মালদহ জেলায় বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে।

মাল পাহাড়ি, মাল পাহাড়িয়া ঃ

মালদহ জেলার বেশ কিছু অঞ্চলে এরা রয়েছে। অনেকের মতে এদের নামেই জেলার নামকরণ। তবে আদি নিবাস সাঁওতাল পরগনার রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চলে।

ডোম ঃ

আগে মূলত শব সৎকার ও বাঁশের কাজ করলেও এখন বিভিন্ন পেশাতে যুক্ত। এই জেলায় এদের উপাধি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভগত/ভকত। তবে অন্যান্য উপাধিও রয়েছে। মালদা জেলার প্রায় সব ব্লকেই এরা রয়েছে।

হাড়ি,হাঁড়ি ঃ

মূলত নিম্নবিত্ত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হলেও বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত। মালদহ জেলার কিছু জায়গায় এরা রয়েছে।

মুচি,চামার ঃ

এরা মৃত পশুর চামড়া ও চামড়া জাত বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। এরা মুচি, ঋষি, রবিদাস ইত্যাদি নামেও এই জেলায় পরিচিত। চামড়ার কাজ ছাড়াও এখন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত।

ভুসুন্দর,ভুঁইমালি ঃ

মালদহ সহ দিনাজপুর জেলাতেও এরা রয়েছে। বড় ভাগিয়া ও ছোট ভাগিয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত এই সম্প্রদায় নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত।

নমশুদ্র ঃ

মালদহের বামনগোলা, হবিবপুর, গাজোল ব্লকে বেশি থাকলেও জেলার অন্যত্রও এরা রয়েছে। মূলত দ্রাবিড়ীয় কুলজাত এই সম্প্রদায়টি বর্তমানে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত।

চাঁই ঃ

মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশে এদের বসবাস বেশি। মূলত কৃষিকর্ম পেশা হলেও বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত। এদের প্রধান পদবি মন্ডল, এছাড়াও অন্য পদবিও আছে।

নাগর ঃ

মালদহ জেলার একটি অন্যতম সম্প্রদায়। এদের ভাষা খোট্টা ও বাংলা তবে তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে একটু আলাদা। এই জেলার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক -২ ব্লকেই এদের সংখ্যা বেশি,অন্যত্র কিছু কিছু রয়েছে।

বিন,বিন্দ ঃ

মালদহ জেলায় বেশ ভালো পরিমাণেই এই জাতি রয়েছে। ভাষাভেদে এদের তিনটি শ্রেণি দেখা যায়- খোট্টা, ভোজপুরি ও বাংলা ভাষী। এছাড়াও এদের আরও অনেকগুলি ভাগ রয়েছে,তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়গত দিক থেকে।

ধানুক ঃ

এরা অনেকগুলি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। মূলত অনার্য গোষ্ঠীরই একটি শাখা। ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক, হবিবপুর, রতুয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে এরা রয়েছে।

গোপ,গোয়ালা ঃ

মালদহ জেলায় এদের প্রচুর বসবাস। মূলত গোরু-মহিষ পালন ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর ব্যাবসা এবং কৃষিকর্ম এই তাদের পেশা। মালদহ জেলার অনেক জায়গাতেই এরা রয়েছে।

সদ্‌গোপ ঃ

মূলত কৃষিজীবি এই সম্প্রদায়। এরা মূলত গোয়ালা সম্প্রদায়েরই একটি ভাগ। মালদহের কিছু কিছু অঞ্চলে এরা রয়েছে।

কিসান/কিষাণ ঃ

ইংরেজ বাজার, মানিকচক এবং কালিয়াচক -৩ ব্লকে এদের বসবাস বেশি। এদের অনেকগুলি উপসম্প্রদায়। এরা মূলত বাংলা ভাষী। তবে এসেছিল নাকি অন্য প্রদেশ থেকে।

কামার,কর্মকার ঃ

মূলত বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত। ধাতুর প্রকারভেদে এরা নানা ভাগে বিভক্ত। এছাড়া এ জেলায় কাঠমিস্তিরি ও স্বর্ণকাররাও কোথাও কোথাও কামার নামে অভিহিত হয়।

কুমার,কুম্ভকার ঃ

এরা মূলত মাটির ও মাটির জিনিস তৈরির কাজে নিয়োজিত। হবিবপুর ও পুরাতন মালদা ব্লকে এদের বেশি দেখা মেলে, অন্যত্রও কিছু কিছু পরিমাণে রয়েছে।

স্বর্ণকার ঃ

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সোনার ও রূপার অলংকার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। মালদা জেলায় এরা সোনার বা সনার নামে পরিচিত। জেলার অনেক জায়গাতে এরা রয়েছে।

রজক ঃ

মালদহের বস্ত্রশিল্পের স্বর্ণযুগে এরা কাপড়ের গুণগত মান বৃদ্ধি করত ধুয়ে ও পালিশ করে। সেকারণে এক সময় এদের ঐশ্বর্যও ছিল। বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত।

ধোপা/ধোবী ঃ

এরা কাপড় কাচার কাজ করে থাকে। মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে এরা রয়েছে।

ঢুলি ঃ

এরা আগে ঢোল বাজাত, বলে এরূপ নামকরণ। তবে এখন অন্যান্য পেশার সঙ্গেও যুক্ত। মালদহের অনেক জায়গাতেই এদের বসবাস। এদের বেশির ভাগটাই বসাক উপাধি ব্যবহার করে।

নাপিত ঃ

প্রধানত ক্ষৌরকর্মের সঙ্গে যুক্ত। মালদহ জেলায় শীল, প্রামাণিক, বারিক, সরকার, সাহা ইত্যাদি উপাধিগুলি নাপিতদের মধ্যে দেখা যায়। জেলার সর্বত্রই এরা রয়েছে। বর্তমানে ক্ষৌর কর্ম ছাড়াও অন্যান্য পেশাতেও নিযুক্ত। আর এক ধরণের নাপিত রয়েছে; যারা ভোজপুরিতে কথা বলে। এদের উপাধি ঠাকুর।

মালাকার ঃ

এরা শোলার কাজ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। তবে বর্তমানে অন্য পেশাতেও নিয়োজিত।

দোসাদ ঃ

এরা মূলত বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে এসে এই জেলায় বসবাস করছে। কৃষিকর্ম সহ অন্যান্য পেশায় এরা আছে।

মুসহর ঃ

একটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়। নিজেদের রামভক্ত বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে।

ধাঙ্গর ঃ

মুসহর সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে। মনে হয় এটি একটি অনার্য সম্প্রদায় বিশেষ।

নুনিয়া ঃ

লবণ উৎপাদন ও বিক্রির পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে, এরূপ নামকরণ। তবে এখনও অন্য পেশাতেই বেশি যুক্ত। মানিকচকের ভুতনী দিয়ারা ও ইংরেজবাজার, হরিশ্চন্দ্রপুর , চাঁচল, হবিবপুর, রতুয়া, বামনগোলা, কালিয়াচক ও পুরাতন মালদার কিছু অঞ্চলে এরা রয়েছে।

গঙ্গোতা ঃ

গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে এদের বসবাস বলে, এরূপ নামকরণ মনে করা হয়। যদিও এবিষয়ে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। এরা কুর্মি ও কৈরীদের সমপর্যায়ভুক্ত।

মালো ঃ

এরা মূলত মৎস্যজীবি। মাছ ধরা ও বিক্রি করাই এদের পেশা। তবে এখন অন্য পেশাতেও এরা আছে। মালদহ জেলার অনেক জায়গাতেই এরা রয়েছে।

গনেশ ঃ

মূলত তন্তুবায় শ্রেণির মানুষ। এই জেলাতে বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে।

কাহার,মাহারা ঃ

প্রাগ-আর্য যুগে এরাই পালকি বাহকের কাজ করত । এখন অন্যান্য পেশাতেও যুক্ত।

বাগদি ঃ

একটি অনার্য জাতি বিশেষ, তবে এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। মালদহের বেশ কিছু অঞ্চলে এরা রয়েছে।

পুলিন্দ ঃ

ইংরেজ আমল থেকেই এই সম্প্রদায়টি মালদহ জেলায় আছে। মালদহের বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের দেখা মেলে। অনেকের মতে, এরা উৎকল পর্বতবাসী

ম্লেচ্ছজাতি।

কূর্মী ঃ

মূলত বিহার ও ঝাড়খণ্ড প্রদেশ থেকে এরা এসেছে। একটি অন্ত্যজ শ্রেণি, নানা পেশায় যুক্ত।

কাপালি,বৈশ্য কাপালি ঃ

কিছু সংখ্যায় এরা পুরাতন মালদা, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর ও হবিবপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে।

কোঁড়া ঃ

মুন্ডা সম্প্রদায়েরই একটি ভিন্ন শাখা। গাজোল, হবিবপুর, পুরাতন মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে।

ওঁরাও ঃ

মুন্ডা ও সাঁওতালদের মতো একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। কোলজাতি থেকে এদের উদ্ভব। মালদহ জেলার বামনগোলা,হবিবপুর, পুরাতন মালদহে এদের দেখা মেলে।

মুন্ডা ঃ

একটি প্রাচীন জাতি। মালদহ জেলায় চাঁচল, গাজোল, পুরাতন মালদহ, হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লকে এরা বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে।

মাহালি ঃ

মূলত সাঁওতালদেরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। এদেরও অনেকগুলি গোত্র। হবিবপুর, পুরাতন মালদহ ও গাজোলের সামান্য কিছু অঞ্চলে এরা রয়েছে।

লোধা ঃ

এই সম্প্রদায় নিজেদের শবর জাতির একটি শাখা মনে করে। মালদহের হবিবপুর, গাজোল, পুরাতন মালদা, রতুয়া ইত্যাদি অঞ্চলে এদের বাস।

ভূমিজ ঃ

মুন্ডাদেরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা, পরে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে গেছে। এরা মূলত কৃষিজীবি। মালদহের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেই এরা রয়েছে।

খারওয়ার/খাড়িয়া ঃ

আদি কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি উপজাতি। এদরেও অনেকগুলি গোত্র। মালদহ জেলায় চাঁই, নাগর, পলাশ নাগর, বিন্দ, ধানুক ইত্যাদির সঙ্গে খারোয়াররা মিশে গেছে।

পাটনি ঃ

মূলত নৌচলাচলের সঙ্গে যুক্ত দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত এক সম্প্রদায়। বর্তমানে মাছ ধরা ও মাছের ব্যাবসা সহ অন্যান্য পেশাতেও যুক্ত রয়েছে।

বরাচেইন,চেইন ঃ

এরা মূলত কৃষিজীবি ও দিনমজুরের কাজ করে।

যুগী,যোগী,নাথ ঃ

এই জেলায় সামান্য কিছু পরিমাণে এরা রয়েছে। ইংরেজবাজার ও চাঁচল ব্লকে। এরা একটি বিশেষ ধর্মীয় উপাসনাগত সম্প্রদায়।

বারুই ঃ

এরা সাধারণত পানের চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল একসময়, এখন অন্যান্য পেশাতেও যুক্ত। কিছু সংখ্যক বারুই মালদহ জেলাতেও আছে।

বণিক,বেনে ঃ

বণিক বা বেনে সমাজের অনেকগুলি ভাগ এবং তাদের পদবিও অনেক। তবে বেনেদের প্রধান ভাগগুলি হল - সুবর্ণ বণিক, কংস (কাংস্য) বণিক, গন্ধ বণিক, কাংস্য বণিক বা বেনে ইত্যাদি। মালদহ জেলায় এদের উপস্থিতি ভালোই চোখে পড়ে। এর সঙ্গে উল্লেখ করা যায় বৈশ্য বেনের নাম; যারা ব্যবসার সঙ্গে চাষবাসও করত বা করে।

মোদক,ময়রা,হালুয়াই ঃ

এরা মূলত মিষ্টান্ন তৈরি ও ব্যবসায় যুক্ত। এদের অনেক গোত্র ও পদবি। জেলার সর্বত্রই কিছু কিছু পরিমাণে এদের দেখা পাওয়া যায়।

শেঠ ঃ

একসময়ের বিত্তশালী সম্প্রদায়। এরা মূলত বৈশ্যদেরই একটি ভাগ। মালদহ জেলাতে কিছু পরিমাণে রয়েছে।

পন্ডিত ঃ

এরা মূলত কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোক, তবে বাংলার বাইরে থেকে এই জেলায় এসে বসবাস শুরু করে।

মাড়োয়ারি ঃ

মূলত রাজস্থানের মাড়ওয়ার/মাড়বার প্রদেশ থেকে এসেছেন বলে এরূপ নামকরণ। এদের অনেকগুলি শ্রেণি এই জেলায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কেউ হিন্দু ধর্মাবলম্বী আবার কেউ জৈন মূলত বড় ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত।

রাজপুত ঃ

এই সম্প্রদায়ের মানুষও এই জেলায় আছে।

নেড়ানেড়ি ঃ

বৈষ্ণবদেরই একটি শাখা। এরা মূলত নিম্ন ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ; যারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখেছিল।

সখীভাব বৈষ্ণব ঃ

কালিয়াচক -২ ব্লকের রথবাড়ি গ্রামের জঙ্গলীটোলা এরা একসময় ছিল।

গ) খ্রিষ্টান ঃ

মালদহ জেলায় কিছু পরিমাণে খ্রিষ্টানও রয়েছে। তবে এরা সম্পূর্ণ দেশি খ্রিষ্টান। মূলত ধর্মান্তরিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। অবশ্য সামান্য কিছু অন্য সম্প্রদায়ও রয়েছে। হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, ওল্ড মালদা এবং ইংরেজবাজার ব্লক ও পৌরসভা অঞ্চলে এদের অবস্থান বেশি। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এই দুই ধরণেরই খ্রিষ্টান এই জেলায় দেখা যায়।

ঘ) শিখ ঃ

এই জেলায় কিছু হিখ সম্প্রদায়েরও মানুষ আছেন। একসময় স্বয়ং গুরুনানক এই জেলায় এসেছিলেন এবং কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ এখনও এই জেলায় বসবাস করছেন।

ঙ) জৈন ঃ

এই শ্রেণির মানুষও কিছু পরিমাণে মালদা জেলায় রয়েছে। মূলত মাড়োয়ারি সম্প্রদায়েরই কিছু মানুষ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণত এই জেলার শহর ব্যাবসা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতেই এদের অবস্থান।

চ) বৌদ্ধ ঃ

এক সময় এই জেলায় বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য থাকলেও এখন তা নেই। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার .০১ শতাংশের কম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ এই জেলায় বসবাস করেন।

ছ) অন্যান্য ঃ

উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলি ছাড়াও আরও কিছু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এই জেলায় বসবাস করেন। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মানুষ চাকুরি ও ব্যাবসার সুবাদে মালদহ জেলায় বসবাস করে। যাদের মধ্যে অনেকে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

৪.৩. জীবিকা

মালদহ জেলার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবি। ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অধিক সংখ্যক মানুষ কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার জীবিকাগত বিভাজন এরূপ[৭৭]-

Cultivators	2,79,276	20.83%
Agricultural Labours	4,11,862	30.72%
House hold Ind workers	2,09,307	15.61%
Other Workers	4,40,261	32.84%
Main Workers	9,67,143	29.39%
Marginal Workers	3,73,563	11.35%
Tatal Workers	13,40,706	40.74%
Non Workers	19,49,762	59.26%

কৃষি কর্ম ছাড়াও বেশ কিছু মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী। অনেক মানুষ আম ও রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয় এই দিয়েই তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়। এছাড়াও লিচু,কলা সহ নানা রকম ফল ও সবজি চাষ করে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই কর্মহীন। ফলে এ জেলার অনেক মানুষ জেলার বাইরে অন্য জেলায়; এমনকি দেশের নানা প্রান্তে নানা কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশই অসংগঠিত শিল্প ও নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অনেক আবার দেশের বাইরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অন্তর্ভুক্ত দেশ-গুলিতে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছে। তবে এর সংখ্যা খুব কম।

মালদা জেলায় নারী পুরুষ উভয়ই শ্রমিকের কাজ করে থাকে। শহরাঞ্চলে দরিদ্র নারীরা বহু বাড়িতে পরিচারিকা ও গৃহ কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকদের অনেকেই কৃষিকর্মে যুক্ত। একই সঙ্গে অনেকে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই জেলায় শহরাঞ্চলে সামান্য কিছু নারীকে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এদের অধিকাংশই সবজি বিক্রেতা। তুলনামূলক ভাবে গ্রামে - গঞ্জে নারীরা তেমনভাবে এই কাজে ততটা যুক্ত নয়। সেক্ষেত্রে নিজেদের বাড়িরই উৎপাদিত পণ্য তারা কখনও কখনও হাট ও বাজারে বিক্রি করে থাকে।

৪.৪. খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থান

খাদ্য ঃ

আর পাঁচজন বাঙালির মতোই মালদহ জেলার অধিকাংশ অধিবাসীর খাদ্য ভাত। সেই সঙ্গে গমের রুটিও প্রচুর পরিমাণে চলে। পাশ্ববর্তী বিহার ও ঝাড়খন্ড থেকে অনেক মানুষ এই জেলায় এসে বসবাসের ফলে ছাতু খাওয়ার প্রচলনও রয়েছে। এই জেলার বরিন্দ অঞ্চলে ছাতু খাওয়ার অভ্যাস কম থাকলেও দিয়ারা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত মানিকচক, কালিয়াচক ও রতুয়া, এমনকি ইংরেজ বাজার ব্লকেও ছাতুর ব্যবহার ভাল পরিমাণে দেখা যায়। এক ক্ষেত্রসমীক্ষকের কথায় "তিন দশক আগের ব্যাপার। বৈশাখের শেষে বা জৈষ্ঠ্যের শুরু তখন। কোনো একটা কাজে একবার গঙ্গার কাছাকাছি মানিকচক থানার এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। প্রায় সারাদিন থাকলে হল ওখানে। খেতে বসলাম বাড়ির ভেতরে চওড়া লম্বা উঁচু এক বারান্দায়। বসার জায়গা হয়েছে ঘরের তৈরী আসনে। আসনের অলংকরণে শতকরা একশো ভাগ বাঙালি কালচার, বেশ বড়ো আকারের ঝক্‌ঝকে কাঁসার থালা কাঁসার গ্লাস। বড়ো একঘটি জল। খেতে দেওয়া হল ছাতু-নুন আর শুকনো লঙ্কা, আম। হতচকিত ও বিমূঢ় আমার অবস্থাটা গোপন করার চেষ্টা করলেও মুখ ফসকে বলে ফেলি এই আমাদের দুপুরের খাদ্য নাকি ? -পাশে ছিলেন আমাদের বন্ধু মৃণালবাবু। আমার মনের অবস্থাটা অনুমান করে তিনি ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের খাদ্যাভাসের কথা বলেছিলেন।"[৭৮]

গমের রুটির সাথে সাথে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কলাই উৎপন্ন হওয়ার কারণেই কলাই - এর রুটি ও খেতে দেখা যায়। এই কলাই এর রুটি অবশ্য চাকতি বেলনায় তৈরি করা হয় না। দুই হাতের আঙুল দিয়ে চেপে চেপে রুটির মত আকার দেওয়া হয় এবং তা রুটির মতই সেঁকে নেওয়া হয়, অবশ্যই তা মাটির খোলায় (তাওয়ায়)। এছাড়াও ছাতুর পুর দিয়ে আটার তৈরি আগুনে সেঁকা 'লিট্টি'-র প্রচলনও বেশ ভাল ভাবেই চোখে পড়ে। মালদহ জেলায় বহুল পরিমাণে ডালপুরি/দালপুরি বা ডালের পুর দেওয়া লুচি বিশেষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছোলা ও মটরের ঘুগনি এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। হিন্দু মুসলমান সহ প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানা ধরনের পিঠের ব্যবহার রয়েছে। যাকে সাধারণত এই অঞ্চলে বলা হয় পিঠা/পিঠ্যা। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- আঁশ্‌কা পিঠা/অ্যাশ্‌কা পিঠ্যা, পুলি পিঠ্যা, নারকেল/ন্যারকেল পিঠ্যা, ভাজাপিঠা, খিস্‌স্যা পিঠ্যা, তিলপিঠা ইত্যাদি।

মালদহ জেলায় প্রচুর পরিমাণে জলাভূমি থাকায় মাছও পাওয়া যায় প্রচুর। ফলে এখানকার মানুষ ভাতের সঙ্গে মাছের তরকারিকে আবশ্যিক পদ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। মাংসের প্রচলনও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। খাসি,মুরগি,হাঁস,পায়রার মাংসের সাথে ভেড়ার মাংসও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে শূকর -এর মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। মুসলমানদের মধ্যে গোমাংসের প্রচলন রয়েছে। উৎসব অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও কালিয়াচক,সুজাপুর ও মানিকচকের শেখপুরা অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে গোমাংস পাওয়া যায়। ইদে ও ইদুজ্জোহার সময় উটের মাংসও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্যান্য পশুপাখির মাংস ও কখনও কখনও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই জেলায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য হিসেবে পান্তাভাত ও মুড়ির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এছাড়াও খই, চালভাজা ও মুড়কির প্রচলন বেশ ভালোই রয়েছে। এই অঞ্চলে একরকম গোলারুটি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যাকে বলে চিতাই/চিত্যাই/চিতুয়া।

বস্ত্র ঃ

এই জেলার মানুষ বাঙালিদের মতই পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকেন। তবে ধুতির ব্যবহার এখন কমে এসেছে। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধুতি পরার চলন বেশি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ধুতিটি হাঁটুর সামান্য নীচ অবধি পড়ে। আবার অনেকে ধুতিটিকে লুঙ্গির মত শুধু কোমরে জড়িয়ে নেন; কাছা দেন না। এই অঞ্চলের টাল ও দিয়ারা ভুক্ত মানুষদের অধিকাংশই ধুতিকে ধোতি বা ধোত্তি বলে থাকেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাজামা পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গির ব্যবহার বেশি পরিমাণে দেখা যায়। লুঙ্গিকে এখানে অনেক জায়গায় তহবণ বা তহমোন/তহমন বলা হয়। নারীদের মধ্যে সাধারণত শাড়ির প্রচলনই বেশি। এছাড়াও চুড়িদার, সালোয়ার-কামিজ এর ব্যবহার রয়েছে। তবে বিবাহিতা মহিলারা শহরাঞ্চলে শাড়ি ব্যতিরেকে অন্য-পোষাক পরলেও, গ্রামাঞ্চলে এর ব্যবহার খুবই কম। অবিবাহিতা মেয়েরা চুড়িদার ও অন্যান্য পোষাক ব্যবহার করে থাকে। বাচ্চাদের পোষাক আর পাঁচ জন বাঙালির মতই। মুসলিম বিশেষত বাদিয়া মুসলিম মহিলাদের মধ্যে একধরণের মোটা শাড়ি ব্যবহার হতে দেখা যায় যাকে বলা হয় ঠেটি/ঠেঠি। গ্রামাঞ্চলের মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শায়া ও ব্লাউজ ছাড়া শাড়ি পরে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই রীতিটি কমে আসছে। রক্ষণশীল মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণে বোরখারও প্রচলন রয়েছে।

বাসস্থান ঃ

এই জেলায় শহরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাকা বাড়ি দেখা যায়। এমনকি ইংরেজ বাজার শহরে বর্তমানে অনেকগুলি বহুতল বা ফ্ল্যাট বাড়ি মাথা তুলেছে। গ্রামাঞ্চলেও এখন কিছু পরিমাণে পাকাবাড়ি বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে ইটের দেওয়াল ও উপরে টিনের বা টালির ছাউনি যুক্ত বাড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বরিন্দ অঞ্চলে প্রচুর মাটির দেওয়াল যুক্ত বাড়ি দেখা যায়। উপরে থাকে টিন বা টালির ছাউনি । এই বরিন্দ অঞ্চলে কিছু কিছু মাটির দোতালা ও লক্ষ করা যায়। সামান্য কিছু খড়ের ছাউনি যুক্ত বাড়ি এখনও রয়েছে। মাঝে মধ্যে খুব কম সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা তালপাতার ছাউনি দেয়। টাল অঞ্চলেও কিছু কিছু মাটির দেওয়াল যুক্ত ঘর দেখা যায়। দিয়ারা অঞ্চলের বাড়ি গুলি তৈরি হয় বাঁশ বা অন্যান্য কিছু দিয়ে। বেড়ার দেওয়াল; অনেক সময় তাতে মাটি লেপে দেওয়া হয়। উপরে অন্যান্য অঞ্চলের মতই টিন বা টালির ছাউনি থাকে। তাছাড়াও পাকা ঘরও দেখা যায়। এখন গ্রামাঞ্চলে অনেক মানুষ বাড়িতে শৌচালয় বানালেও, অনেক মানুষ শৌচালয় বিহীন ভাবেই বসবাস করছে। অনেক বাড়িতে ঠাকুর ঘর বা পূজার ঘর মূল বাসগৃহ থেকে আলাদা ভাবে স্থাপন করা হয়। এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রায় ক্ষেত্রেই আঁতুড় ঘর পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় মাঠে ফসল বা মেশিন পাহারা দেওয়ার জন্য অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করা হয়, যাকে বলে বাথান/কুড়িয়া।

৪.৫. ধর্ম

মিশ্র সংস্কৃতির জেলা মালদহে হিন্দু,মুসলিম,খ্রিষ্টান,বৌদ্ধ,জৈন,শিখ ও অন্যান্য ধর্মের মানষের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলার বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জনসংখ্যা এরূপ -

সম্প্রদায়	১৯৭১ [৭৯]	১৯৮১ [৮০]	১৯৯১ [৮১]	২০০১ [৮২]
হিন্দু	৯,১৩,২৮৩	১১,০৭,১৯২	১৩,৭৭,৮৪৪	১৬,২১,৪৬৮
মুসলিম	৬,৯৫,৫০৪	৯,১৯,৯১৮	১২,৫২,২৯২	১৬,৩৬,১৭১
খ্রীষ্টান	৩,৪৯২	৪,০২০	৫,১১৮	৮,৩৮৮
বৌদ্ধ	৫১	১০৮	৬৪	১৬৪
জৈন	১৯১	৩৫৯	২২৪	২৯৩
শিখ	১৩৬	১২৭	১৮৩	২৮৩
অন্যান্য	-	-	১,৩০৭	২২,৩৫০
ধর্মের উল্লেখ নেই এমন	-	-	-	১,৩৫১

বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যার শতকরা হার নিম্নরূপ [৮৩]-

সম্প্রদায়	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৫২.২৪৯৮%	৪৯.২৭৭৭৩%
মুসলিম	৪৭.৪৮৮৬৯%	৪৯.৭২৪৫৬%
খ্রীষ্টান	০.১৯৪০৮%	০.২৫৪৯%
বৌদ্ধ	০.০০২৪২%	০.০০৪৯৮%
জৈন	০.০০৮৪৯%	০.০০৮৯%
শিখ	০.০০৬৯৩%	০.০০৮৬%
অন্যান্য	০.০৪৯৫৬%	০.৬৭৯২৩%
ধর্মের উল্লেখ নেই এমন	-	০.০৪১০৫%

মালদহ জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আবার নানা ধরনের উপশ্রেণি লক্ষ করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব,শাক্ত ও বৈষ্ণবপন্থীর পাশাপাশি তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রপন্থী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। শাক্ত পন্থীদের মধ্যে অনেকের প্রধান উপাস্য দেবী মনসা, কারো বা দেবী মঙ্গলচন্ডী, কেউ বা দেবী দুর্গা, বা কালির উপাসক। বৈষ্ণবপন্থী ছাড়াও অনেক সাধারণ হিন্দু রাধাকৃষ্ণের ভজনা ও সংকীর্তন করে থাকেন। এই জেলায় তাই অনেক জায়গাতেই নাম সংকীর্তন ও পালা কীর্তনের আসর মাঝে মধ্যেই বসে। সরাসরি শিবের উপাসনা ছাড়াও গম্ভীরা উৎসবের মধ্য দিয়ে শৈব সাধনার বিষয়টি দেখা যায়। আবার অনেক অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চবর্ণের মতো পূজা পদ্ধতি দেখা যায় না। তবে ধীরে ধীরে নিম্ন বর্গীয়দের মধ্যেও উচ্চবর্ণের পূজা পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে।

এই জেলায় হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান বহুকাল ধরে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত। শেখ,সৈয়দ,মোগল,পাঠান সহ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকগুলি শ্রেণিই এখানে দেখা যায়। 'পীর' কে মান্য করা এবং না করা হিসেবে এখানকার মুসলিম সমাজ 'হানাফি' এবং 'সাইফি'- এভাবে বিভক্ত। মহরম কে কেন্দ্র করেও এই রকম বিভাজন লক্ষ করা যায়। একদল মহরম করেন আর অন্যদল এই বিষয়টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। তবে মালদহ জেলার অনেক অংশেই এমনকি ইংরেজ বাজার শহরেও মহরম জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য শ্রেণি যেমন সবজি,ধুনিয়া জোলা,নৈস্যশেখ,পামারিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরাও একেশ্বরবাদী এবং একমাত্র 'আল্লাহ্'-এ বিশ্বাসী। শুধু রীতিনীতিতে পরস্পর পরস্পরের থেকে একটু পৃথক।

প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল পাল বংশের হাত ধরে। কেননা পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাম্বলম্বী। জগজীবনপুর বৌদ্ধবিহার এক সময় খুব বিখ্যাত ছিল। যার মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অবস্থান করতেন। তবে বর্তমানে এই জেলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা খু বই কম। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলায় ১৬৪ জন বৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধদের পাশাপাশি এই জেলায় কিছু সংখ্যক জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। যাদের অধিকাংশই এদেশের অন্য প্রান্ত থেকে আসা এবং দীর্ঘকাল এ জেলায় বসবাস করা ব্যবসায়ী। ২০০১ সালের জণগণনা অনু সারে এই জেলায় জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন ২৯৩ জন। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন ২৮৩ জন। ওল্ড মালদা পৌরসভায় শিখদের একটি পবিত্র গুরুদ্বার/গুরুদোয়ারা রয়েছে।

মালদহ জেলায় অনেক আগেই খ্রিষ্টান পাদরি আবির্ভাব ঘটেছিল, খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। ফলস্বরূপ এ জেলায় কিছু পরিমাণে খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ২০০১ সালের জণগণনা অনুযায়ী এ জেলায় বসবাসকারী খ্রিষ্টানের সংখ্যা ৬৩৮৮ জন। এদের অধিকাংশই ধমান্ত রিত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। মূলত দারিদ্রতার জন্য এবং শিক্ষার সুযোগ লাভের টানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। ২০০১ সালের জণগণনা অনুযায়ী শহরাঞ্চলে বাস করেন ৪২৬ জন খ্রিষ্টান। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে বাস করেন ৭৯৬২ জন, যাদের অধিকাংশই হবিবপুর ও গাজোল ব্লকে রয়েছেন। অন্যান্য ব্লকে কিছু কিছু খ্রিষ্টান বাস করেন। এই জেলায় খ্রিষ্টানদের বেশ কয়েকটি চার্চ রয়েছে । এর পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায় এবং ধর্মের উল্লেখ নেই এমন মানুষ জনও এই জেলায় রয়েছেন।

৪.৬. শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য

মালদহ জেলায় তেমন কোনো বড় ও ভারী শিল্প না থাকলেও শিল্পের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগ প্রাচীন কাল থেকেই। " কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পৌন্ড্রবর্ধনে এক ধরনের সূক্ষ্ম মূল্যবান রেশমি কাপড় তৈরি হতো। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে পৌন্ড্রবর্ধন বা গৌড়ের রেশম শিল্পের উল্লেখ প্রমাণ করে যে মৌর্যযুগ অথবা তার আগে থেকেই এই অঞ্চলের রেশম শিল্প সুবিখ্যাত। কেবল প্রাচীন যুগেই নয়, মধ্য যুগেও যে মালদার রেশম শিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ মেলে আইন-ই-আকবরী থেকে। আইন-ই-আকবরীতে 'গঙ্গাজল' নামে এক অতি মূল্যবান রেশমি কাপড়ের উল্লেখ আছে, যা তৈরি হতো কেবল গৌড়ে। "[৮৪] রেশম কুঠি স্থাপনের কারণেই ধীরে ধীরে ইংরেজ বাজার শহরটি গড়ে ওঠে। এক সময় মালদহ জেলায় অনেকগুলি রেশম কুঠি ছিল এবং কয়েকটি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও অনেক বাড়িতেই তাঁতিরা নিজেদের তাঁতে রেশমজাত দ্রব্য তৈরি করতেন। সুতি শিল্পেরও অস্তিত্ব ছিল। রেশম শিল্প ছাড়াও সেই সময় বেশকিছু নীল তৈরির কারখানা ছিল। " ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মালদায় অন্তত কুড়িটি নীল তৈরির কারখানা ছিল। এগুলো অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় পুঁজি এবং উদ্যোগের উপর নির্ভর করে।" [৮৫]

বিশ শতকের প্রথম দিকে কাঁসা-পিতল শিল্পও মালদার অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সমকালে লাক্ষা শিল্পের জন্যও মালদহ জেলার খ্যাতি ছিল। সেইসঙ্গে ছিল বাঁশজাত কিছু কুটির শিল্প। বর্তমানে রেশম শিল্পের সেই গৌরব না থাকলেও বেশ কিছু পরিমাণে রেশম এখনও মালদায় উৎপাদিত হয়। সাম্প্রতিক কালে বেসরকারি উদ্যোগে ওল্ড মালদা ব্লকের নারায়ণপুরে একটি মাঝারি মানের রেশম শিল্প গড়ে ওঠেছে। রেশমের পাশাপাশি এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে আম ও লিচু উৎপন্ন হয়। খুব বেশি না হলেও আমকে কেন্দ্র করে সমবায় ও বেসরকারি উদ্যোগে এখানে কয়েকটি ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে। যেখানে আম সহ নানান ফলের আচার, জ্যাম, জেলি, জুস ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়াও বর্তমানে বিড়ি শিল্প; এই জেলার কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। সামান্য কয়েকটি প্লাস্টিকের ছোট কারখানা সুজাপুর ও কালিয়াচক অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

২০০৫-০৬ সালের তথ্যানুযায়ী এই জেলার ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ৮,৭৫৬টি এবং নিবন্ধিকৃত শিল্প বা কারখানার সংখ্যা ৫৪ টি (২০০৬)। [৮৬] শিল্পের পাশাপাশি মালদহ জেলাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে। বহির্বাণিজ্য বলতে আমকে কেন্দ্র করেই যা কিছু। মালদহ জেলার আম বর্তমানে কিছু পরিমাণে বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হচ্ছে। অনেক সময় আবার বেশ কিছু আম বাংলাদেশের ব্যবসায়িরা কিনে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাত করে আরবের বিভিন্ন দেশগুলিতে রপ্তানি করে। অভ্যন্তরীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মালদহের আম; পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে, এমনকি ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পাঠানো হয়।

প্রথমে মালদহ ;(এখন যা ওল্ড মালদা নামে পরিচিত।) এবং তার কিছু পরে ইংরেজবাজার এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল ,যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এখন বাংলাদেশে। বর্তমানে ওল্ড মালদা এবং ইংরেজবাজার ছাড়াও জেলার অনেকগুলি স্থানে গঞ্জ মতো গড়ে উঠেছে, এর মধ্যে কয়েকটি তো ছোটখাটো শহর হয়ে উঠেছে। এই ব্যবসা কেন্দ্র গুলি হল - গাজোল, সুজাপুর, কালিয়াচক, চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর, হবিবপুর, নালাগোলা, বামনগোলা, বুলবুলচন্ডী, আইহো, ময়না, মানিকচক, মথুরাপুর, গোলাপগঞ্জ, বৈষ্ণবনগর, ১৬ মাইল, মোথাবাড়ি, অমৃতি, মিল্কি, শোভানগর, রামনগর, সাহাবাজপুর, সামসী, কেন্দপুকুর, আলমপুর, আট মাইল প্রভৃতি।

এছাড়াও গ্রামে গঞ্জে রয়েছে অনেকগুলি হাট। সেগুলির অনেকগুলিই সাপ্তাহিক। কোনটি বা সপ্তাহে দু'বারও বসে। অনেকগুলি গঞ্জে একবেলা বা দু'বেলা বাজারও বসে।

৪.৭. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মালদহ জেলায়। '১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় মালদা জেলা স্কুল। ১৮৬৩খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল মালদা সদর ভার্ণাকুলার স্কুল। ভার্ণাকুলার স্কুলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়।' [৮৭] এরপরে এই জেলায় অনেক সাধারণ বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদহ জেলায় প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মালদা কলেজ। ২০০৫ -০৬ সালের তথ্যানুযায়ী মালদহ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির সংখ্যা নিম্নরূপ [৮৮] -

Primary	-	1892	(2005 - 06)
Middle	-	63	(2005 - 06)
High	-	182	(2005 - 06)
Higher Secondary	-	96	(2005 - 06)
General College	-	8	(2005 - 06)

উল্লেখ করা যায় বর্তমানে এর সঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচীতে S.S.K. ও M.S.K. এবং শিশু শিক্ষাকেন্দ্র অনেকগুলি যুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর (রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ বাদে), দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার সমস্ত কলেজ নিয়ে ইংরেজবাজার শহর সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। মালদহ জেলায় একটি সরকারি বি.এড.কলেজ এবং অনেকগুলি বেসরকারি বি.এড.কলেজ এছাড়াও পলিটেকনিক কলেজ ও আই.টি.আই. -এর মত সরকারি কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইংরেজবাজোরের শহরের কিছুটা দূরে I.M.P.S. নামক একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে, যাতে অনেকগুলি বিষয় পড়ানো হয়। এছাড়াও সম্প্রতি প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর নামাঙ্কিত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে; যা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান প্রাপ্ত। বর্তমানে মালদা জেলা হাসপাতালের জায়গাতেই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। সাধারণ কলেজ আরও দুটি বেড়ে হয়েছে ১০ টি।

উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও মালদহ জেলায় রয়েছে অনেক গুলি মাদ্রাসা। এর মধ্যে অনেকগুলি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত; কয়েকটি বেসরকারি। এর পাশাপাশি এই জেলায় বহু সংখ্যক নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে, যাতে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহ জেলার সাক্ষরতার হার এরূপ [৮৯] -

মোট (সাক্ষর)	-	৫০.৩০%
পুরুষ (সাক্ষর)	-	৫৮.৮০%
নারী (সাক্ষর)	-	৪১.৩০%

প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও এই জেলায় বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে। মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ও টাউন লাইব্রেরি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে রয়েছে অনেকগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয় মালদহ জেলায়। এই জেলার সংস্কৃতির বিষয়টিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো -

সাধারণ সংস্কৃতি (General Culture)

১. নাট্যচর্চা ও অভিনয়, থিয়েটার ইত্যাদি।
২. কবিতা রচনা,পাঠ ও আবৃত্তি এবং সাহিত্য চর্চা।
৩. সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা।
৪. ইতিহাসচর্চা।
৫. গবেষণা ও গবেষণাধর্মী বিষয়চর্চা।
৬. অন্যান্য।

লোক সংস্কৃতি (Folk Culture)

১. গম্ভীরা।
২. ডোমনি।
৩. আলকাপ।
৪. মনসা গান।
৫. মঙ্গলচন্ডীর গান/গীত।
৬. রামের বনবাস।
৭. ঝাড়নি গান।
৮. সান্‌ঝা/স্যাঞ্জ্যা পূজার গান।
৯. সোনারায়ের পূজার গান।
১০. হোলির গান।
১১. কীর্তন (নামসঙ্কীর্তন,পালাকীর্তন,মরা খাওয়া কীর্তন)।
১২. বিয়ের গান/গীদ।
১৩. বিভিন্নধরনের ছড়া ও লোকগান।
১৪. লোককাহিনি।
১৫. প্রবাদ।
১৬. ধাঁধা বা ফোশ্‌টি বা ফাট্‌কি।
১৭. লোকনাটক (গম্ভীরার আদলে)।
১৮. মানব পুতুলনাচ।
১৯. অন্যান্য।

উপরোক্ত লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু বিষয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। ঝাড়নি গান মহরমের সময় গাওয়া হয় এবং এটি শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে প্রচলিত। আর সাধারণ সংস্কৃতির বিষয়গুলি সমস্ত ধরনের সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা রীতি-নীতি রয়েছে; যা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে রয়েছে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও অন্যান্যদের নিজস্ব সংস্কৃতি। সব মিলিয়ে মালদহ জেলায় এক মিশ্র সংস্কৃতির আবহ বর্তমান।

৪.৮. স্বাস্থ্য

জেলা সৃষ্টির পর থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলার জনসংখ্যার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে ১৯১১ সালের জনগণনায় এই জেলার জনসংখ্যা কমে গেছে। এর কারণ হিসেবে জ্বর এবং মহামারিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। " The deaths per mile from fevers for the years 1904, 1905, 1906, 1907, 1911 were 32.30, 34.64, 34.47, 34.77 and 32.30 respectively. The figures for 1911 show a decrease as they are calculated on the census population of 1911." [৯০] এছাড়াও তখনকার সময়ে কলেরা, গুটি বসন্ত প্রভৃতি রোগগুলির প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশি। " Next to fevers the greatest mortality is caused by Cholera. For the decades 1892-1901 and 1902-1911. The average mortality per mile was 2.68 and 2.21, rising to 4.84 in 1893, 6.28 in 1899, 4.39 in 1904, and 6.25 in 1905. The disease is largely spread by the practice of throwing half-burnt bodies into the rivers. From small-pox the average mortality per mile for the decades 1892- 1901 and 1902-1911 was 0.01 and 0.12, being highest in the years 1907 and 1910 with the figures of 0.23 and 0.54, respectively.

Diarrhoea dysentery, rheumatism, anaemia, hydroccle, worms and skin and eye affections are common diseases." [৯১] এছাড়াও ছিল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ।

সেকালে চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে ছিল "In 1871 there was only one dispensary in the district, that at English Bazar, which was started in 1861. At the present time there are ten" [৯২] এছাড়াও ছিল চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় পরিচালিত বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র। গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্র গুলি ছিল বেশ কয়েকটি জায়গায়। " The remaining rural dispensaries under the charge of Sub-assistant surgeons are situated at Harishchandrapur, Mathurapur, Kansat, Gumastapur, Gajol, Bamangola, there being one dispensary to every 1,00,000 people." [৯৩] এসময় প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। " The total number of practitioners in the district is 424, of whom eleven have diplomas, including the lady doctor at the English Bazar dispensary. " [৯৪] মজার ব্যাপার হল সেসময় কাচের শিশিতে কুইনাইন এবং ৩২ রকমের ট্যাবলেট বিক্রি করা হত ডাকঘরগুলি থেকে। [৯৫]

পরবর্তীতে মালদহ জেলায় আরও অনেকগুলি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি সংখ্যা এরূপ [৯৬] -

হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	–	৫২৮ টি
পরিবার কল্যান কেন্দ্র	–	৪৮৮ টি
মোট শয্যা সংখ্যা	–	১২৫৯ টি
প্রতি ১লক্ষ জনসংখ্যায় শয্যা	–	৩৮ টি

সম্প্রতি একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও রূপায়নের কাজ চলছে। এছাড়াও রয়েছে বেসরকারী নার্সিংহোম ও চিকিৎসা কেন্দ্র; যার অধিকাংশই ইংরেজবাজার শহরে অবস্থিত। দুরারোগ্য ও নির্ণয় করা যায় না, এমন সব যোগের চিকিৎসার জন্য এই জেলার মানুষ কোলকাতা। এমনকি দক্ষিণ

ভারতেও যান। চাঁচল মহকুমার চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর প্রভৃতি ব্লকের মানুষজনদের কিছু সংখ্যক দূরত্ব লাঘবের কারণে উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর রায়গঞ্জেও যান। সামান্য কিছু সংখ্যক আবার পূর্নিয়া, কাটিহার প্রভৃতি জায়গাতেও যান। তবে তা খুব কম।

২০০৫ সালে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২০২৬৪ জন শিশুর জন্ম হয়েছে, সেখানে ৫ বছরের কম বয়সি ৪২৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং ৫ বছরের বেশি বয়সি মানুষ মারা গেছেন, ১১৬৪০ জন।[৯৭] হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছাড়াও অ-নথিভুক্ত জন্ম -মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে।

৪.৯. ভাষা

ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ কথিত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো মালদহ জেলার অধিকাংশ মানুষের প্রধান কথ্যভাষা বাংলা কিন্তু ভৌগোলিক প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা কারণে মালদহ জেলার কথ্য বাংলা ভাষা এক মিশ্র বৈশিষ্ট্যের ধারা বহনকারী; যা তাকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্র থেকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে। সেই কারণেই জর্জ গ্রীয়ার্সন সাহেব লিখেছিলেন "Malda,as the meeting place of several languages, would form an interesting study to the comparative philologist. Curiously enough, language is much more distributed by race than according to locality,"[৯৮] এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন " Indeed all over Malda district, we found a curious mixture of language, different nationalities and Tribes in one and the same village each speaking its own language which may be santali, Bihari, or Bengali."[৯৯]

ভাষার এই অদ্ভুত রকমের মিশ্রণের কারণ হিসাবে বলা যায় এই অঞ্চলটি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইতিহাসের প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধন নগরী থেকে গৌড়, মালদহ ইংরেজবাজার-বিবর্তনের এই সুবিশাল পরম্পরায় এই অঞ্চলটি বুকে ধরে রেখেছে শত-সহস্র-লক্ষ লক্ষ মানুষের কলতান। পাল-সেন-পাঠান-মোগল-ইংরেজ শাসিত এই অঞ্চল বহু সংস্কৃতির ধারায় স্নাত। এক সময়ের বাংলার রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে বহু মানুষ রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা জীবিকাগত কারণে এসেছেন। এর পাশাপাশি সাঁওতাল পরগনা থেকে আদিবাসী সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজন; বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হিন্দুর দল, মুর্শিদাবাদ থেকে বহু মুসলিম পরিবার এবং বিহার ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে মৈথিলি ব্রাহ্মণ সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন এই জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তাই এখানকার ভাষাগত রূপটিও হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

মালদহ জেলার ভাষা প্রসঙ্গ আলোচনায় কথ্য-বাংলা (স্থানীয়) কথ্য-বাংলা (বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সমন্বিত অভিবাসিত মানুষদের ভাষা) সাঁওতালির পাশাপাশি এসে পড়ে খোট্টা ভাষার নাম। খোট্টা ভাষা কী ? এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, খোট্টা প্রকৃতপক্ষে হিন্দির আঞ্চলিক রূপের সঙ্গে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক কথ্য বাংলার এক মিশ্র রূপ, অর্থাৎ খোট্টা প্রকৃতপক্ষে একধরনের মিশ্রভাষা

এ প্রসঙ্গে কেউ মনে করেন " আজ থেকে প্রায় চারশ'ত বছর আগে মিথিলা থেকে কিছু মানুষ মালদা জেলার বিভিন্ন অংশে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এঁরা যখন আসেন তখন এঁরা মৈথিলি ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রভাবে এই চারশ বছরে এই ভাষার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমানে 'খুট্টা'(খোট্টা) বলা হয়। আশা করা যায়, আর শ'দুই বছর পর এই ভাষাটি লুপ্ত হয়ে যাবে কারণ বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা এ ভাষা ব্যবহার করতে আগ্রহী নয়। অভিভাবকরাও চান তাঁদের সন্তানরা বাংলা ভাষা শিখে এ রাজ্যের বৃহত্তর তথা মূল জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে

তুলুক।" [১০০] অবশ্য এমত আংশিক সমর্থনযোগ্য। কেননা শুধুমাত্র মৈথিলি নয় হিন্দির অন্যান্য উপভাষা মগহী ও ভোজপুরির সঙ্গেও আঞ্চলিক কথ্য বাংলার মিশ্রণে খোট্টার ভিন্ন ভিন্ন রূপ এই অঞ্চলে দেখা যায়। এছাড়াও বিহারের কূর্মী সহ বেশ কিছু অন্ত্যজ শ্রেণি তাদের ভাষার সঙ্গে এই অঞ্চলের কথ্যবাংলা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে আর এক ধরনের খোট্টার। পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ,যারা বিহার থেকে এসেছেন;তাদের খোট্টা আলাদা। এমনকি যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণির খোট্টা লক্ষ করা যায়। "The dialect is locally known as Hindi or as Khontai, and is Principally spoken by people of the Chain, Nagar, and other similar castes in West Malda. The language of each caste differs slightly." [১০১] উল্লেখ করা যায় মালদহ জেলার অনেকগুলি থানা এক সময় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল । সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে বেশ কয়েক রকমের খোট্টা ভাষা প্রচলিত। যেগুলি সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

ভূ-প্রকৃতিগত ভাবে মালদহ জেলাকে সাধারণত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়- বরিন্দ্, টাল বা তাল এবং দিয়ারা। বরেন্দ্রভূমি তথা বরিন্দ্-এর মধ্যে হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল ব্লকে রাজবংশি সহ এদেশিয় মানুষদের বাস । এরা আঞ্চলিক কথ্যবাংলায় কথা বলে থাকে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রচুর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষজন এসে বরিন্দ-এর বিভিন্ন জায়গায় বসবাস শুরু করেন। এরা দ্বিভাষিক। বাড়িতে নিজেদের মধ্যে এবং নিজস্ব সমাজ গোষ্ঠির মধ্যে এরা সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন আর হাটে বাজারে বা জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সময় এরা কথ্য বাংলা ব্যবহার করেন। তবে সাঁওতালদের মুখে কথ্য বাংলা ব্যবহৃত হওয়ার সময় তাদের নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গী যুক্ত হয়ে যায়। এর পাশাপাশি এই অঞ্চলে স্বাধীনতার কিছু পূর্বে ও পরে প্রচুর মানুষ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট বাংলাদেশ (পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান) থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যেসব অঞ্চলে তারা সংখ্যাগুরু সেখানে তাদের নিজস্ব উপভাষা বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যগুলি এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুন্ন রেখেই নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলেন । আর যেখানে তাদের সংখ্যা কম সেখানে তাদের ভাষা অন্য ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে। বরিন্দ্ অঞ্চলে মুসলিম সমাজের ভাষা স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর মতোই। শুধু কিছু শব্দ ব্যবহারে ক্ষেত্রে হিন্দু জনগোষ্ঠী সাথে পার্থক্য আছে। হিন্দু সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর ভাষা স্থানীয়দের মতোই কথ্য বাংলা।

টাল বা তাল অঞ্চল মূলত মালদহের উত্তর অংশে অবস্থিত। এর মধ্যে রয়েছে চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর ও রতুয়ার ব্লকভুক্ত এলাকাগুলি। "জেলার উত্তর অঞ্চলের কথ্য-ভাষাও ভাষিক মানচিত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে। এখানে বসবাসকারী জনগণকে ভাষাগত দিক থেকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।- শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের কথ্য-ভাষা; বাঙালদের কথ্য-ভাষা; খোট্টা ভাষা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীর কথ্য-ভাষা।" [১০২] টাল অঞ্চলের হরিশচন্দ্রপুর ও চাঁচল ব্লকের যে অংশগুলি উত্তর দিনাজপুর সংলগ্ন সেগুলিতে অবস্থানগত নৈকট্যের কারণে উত্তর দিনাজপুরের সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক কথ্য বাংলার সঙ্গে ভাষাগত সাদৃশ্য অনেকটাই দেখা যায়। আর যে অংশগুলি বিহার সংলগ্ন সেখানে আঞ্চলিক বাংলার সঙ্গে হিন্দি ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। আর রতুয়া ব্লকে কথ্য বাংলার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে খোট্টা ভাষা ব্যবহৃত হয়।

দিয়ারা অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ভূতনি-দিয়ারা সহ মানিকচক, ইংরেজবাজার ও কালিয়াচকের তিনটি ব্লকভুক্ত এলাকাগুলি। এই অঞ্চলটিতেই একদা প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে সমগ্র জেলাটির প্রাণকেন্দ্র তথা জেলা সদর ইংরেজবাজার এই অঞ্চলেই অবস্থিত। ফলে এই অঞ্চলে অন্য দুটি অঞ্চলের চাইতে জনজাতির বৈচিত্র্য অনেকটাই বেশি। হিন্দু ও মুসলিম উভয়

সম্প্রদায়ের প্রচুর উপশ্রেণি এই অঞ্চলে দেখা যায়। ফলস্বরূপ এখানে ভাষার বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র 'কিষাণ'/'কিসান' সম্প্রদায়ই কথ্যবাংলা ব্যবহার করে। হিন্দুদের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি গ্রামাঞ্চলে কোথাও বাংলা আবার কোথাও খোট্টা ব্যবহার করে। আবার এই খোট্টাও এক রকম নয়। চাঁই সমাজের খোট্টা যেমন, লাগর বা নাগর সম্প্রদায়ের খোট্টা তাদের থেকে একটু ভিন্ন। এদের থেকে পৃথক বিন্/বিন্দ্ সমাজের খোট্টা। অনুরূপভাবে হিন্দুদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে খোট্টা ব্যবহৃত হয় তা পরস্পরের থেকে একটু ভিন্ন। এর পাশাপাশি সামান্য কিছু সাঁওতাল অধিবাসী রয়েছেন যারা বরিন্দ্ অঞ্চলের মতোই দ্বিভাষিক। এই অঞ্চলে বেশকিছু পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের বাস; যাদের দুটি শ্রেণি- মাল পাহাড়িয়া ও শাউরিয়া/শাহরিয়া পাহাড়িয়া। এদের মধ্যে মাল পাহাড়িদের ভাষায় হিন্দির প্রভাব বেশি। আর শাউরিয়া/শাহরিয়া পাহাড়িয়ারা যে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন তার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত মাল্টো ভাষার সাদৃশ্য অনেকটাই। এরা সহ এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী দ্বিভাষিক। বাড়িতে একরকম ভাষায় কথা বলেন আর হাটে-বাজারে, বাইরে আর একরকম ভাষায় কথা বলেন। অবশ্য শহরাঞ্চলে মান্য চলিত বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হয়, যদিও কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (যেমন - লিবে,লিবি ইত্যাদি) এখানেও লক্ষ করা যায়। মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের কালিয়াচক, সুজাপুর অঞ্চলের কথ্যবাংলা ভাষায় একটা বিশেষ টান বা ধ্বনিতরঙ্গ আছে; যা মালদহের বাইরেও মালদা জেলার ভাষাকে বিশেষ ভাবে চিনিয়ে দেয়। শুধু এই অঞ্চলে নয়, বরিন্দ্ বাদে সমগ্র জেলাতেই তারতম্য ভেদে এই বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। এই বিশেষ উচ্চারণ রীতি মালদহ জেলার ভাষাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জেলার ভাষার থেকে পৃথক করে রেখেছে। এছাড়াও মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের ভাষা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ফলে এই অঞ্চলের ভাষা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. Census of India 1991 Series-26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page - xv)

২. G.E. Lambourn - Bengal District Gazetters Malda, (Calcutta - 1918), Page no - 13

৩. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 1

৪. সুধীর কুমার চক্রবর্তী - গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ, প্রথম প্রকাশ, বিশ্বজ্ঞান কলিকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ১৬৫

৫. হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় - বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, ষষ্ঠমুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা - ১৭৮০

৬. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস - বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ (ন - হ), পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ (সংকলিত ও সম্পাদিত) সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৭৬১।

৭. কাজী রফিকুল হক - বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান (সংকলন ও সম্পাদনা) প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ২৮২

৮. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 1-2

৯. Abu - L - Fazal Allami - The A - In -Akbari, Tr. Jarrett, Corrected. and further annotated by Sir Jadunath Sarkar, Voll - 2, Page no -144

১০. আনন্দগোপাল ঘোষ - মালদহ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকা, মালদহ চর্চা, পৃষ্ঠা - ৪৭

১১. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 66

১২. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 66

১৩. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিচয় গ্রন্থমালা ১ মালদা, প্রথম মুর্দ্রণ, সুবর্ণরেখা কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা - ৫৮

১৪. আনন্দ গোপাল ঘোষ - তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭

১৫. আনন্দগোপাল ঘোষ - তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮ দি ডায়ারীজ অফ ষ্ট্রেনশ্যাম মাস্টার, ১৬৭৫ - ১৬৮০ - আর. সি. টেম্পল; প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৯৯ - ৪০১

১৬. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস - তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৬১

১৭. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুর্দ্রণ, মালদা, জানুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা - ২

১৮. M.O. Carter - Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Malda, 1928 - 1935 (Bengal, 1938), Page no - 1

১৯. W.W. Hunter - A Statistical Accounts of Bengal, Vol - VII, Page no - 1

২০. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 1

২১. Census of India - 1991, Series - 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page no. XV)

২২. M.O. Carter - Ibid, Page no - 1

২৩. প্রদ্যোত ঘোষ - তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩

২৪. প্রধান, পারদেওনাপুর - গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত, তথ্যানুযায়ী, শোভাপুর

২৫. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 1

২৬. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE 1.1 (The data collect from District Census Handbook, 1961)

২৭. Jatindra Chandra Sengupta - Gazetteers of India, West Bengal, Malda, 1969, Page no - 1

২৮. Census of India 1991 Series-26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page - xv)

২৯. Census of India 2001, West Bengal, Maldah District, Page no - 134

৩০. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE 1.1
(The data collect from District Census Handbook, 1961)

৩১. Jatindra Chandra Sengupta - Ibid, Page no - 84

৩২. সুধীর কুমার চক্রবর্তী - তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

৩৩. আনন্দ গোপাল ঘোষ - তদেব, পৃষ্ঠা - ৫১
(রত্না ঘোষ - 'মালদার গ্রামে পথে',আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়; ১৯৮৫)

৩৪. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস - তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৯৪

৩৫. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 2

৩৬. সুধীর কুমার চক্রবর্তী - তদেব, পৃষ্ঠা - ৯

৩৭. প্রদোত ঘোষ - তদেব, পৃষ্ঠা - ২১

৩৮. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 2

৩৯. প্রদোত ঘোষ - মালদহ জেলার পুরাকীর্তি , পৃষ্ঠা - ৩

৪০. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস - তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৭১

৪১. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 2

৪২. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - তদেব, পৃষ্ঠা - ৪

৪৩. সুধীর কুমার চক্রবর্তী - তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

৪৪. W.W. Hunter - Ibid, Page no - 361

৪৫. Jatindra Chandra Sengupta - Ibid, Page no - 5

৪৬. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুর্দ্রণ, মালদা, জানুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৯২

৪৭. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - তদেব, পৃষ্ঠা - ৬

৪৮. মনোরঞ্জন চৌধুরী - মালদা জেলার জলাভূমি এবং তার জীব বৈচিত্র্য, মালদহ চর্চা, পৃষ্ঠা - ৮৫- ৯৩

৪৯. আনন্দ গোপাল ঘোষ - তদেব, পৃষ্ঠা - ৫১
(রত্না ঘোষ - 'মালদার গ্রামে পথে', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়; ১৯৮৫)

৫০. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 55

৫১. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 56

৫২. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, Page no - (iii)

৫৩. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 1.3

৫৪. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 1.2

৫৫. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 5.2

৫৬. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 5.3 (d)/B.

৫৭. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 5.3 (d)/A.

৫৮. অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব - মালদা জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্যের অতীত ও বর্তমান, মালদহ চর্চা, পৃষ্ঠা - ৭৪ - ৭৫

৫৯. মনোরঞ্জন চৌধুরী - তদেব, পৃষ্ঠা - ৯১

৬০. ওঙ্কার ব্যানার্জী - জানা অজানার মালদহ, চতুর্থ সংস্করণ, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদা ২০০২, পৃষ্ঠা - ভূগোল - ৭

৬১. W.W. Hunter - Ibid, Page no - 34

৬২. Jatindra Chandra Sengupta - Ibid, Page no - 09 -12

৬৩. M.O. Carter - Ibid, Page no - 6

৬৪. অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব - তদেব, পৃষ্ঠা - ৮১

৬৫. অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব - তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭

৬৬. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 8

৬৭ অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব - তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৯ - ৮১
এবং
প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুর্দ্রণ, মালদা, জানুয়ারী, ২০১১, পাখী, পৃষ্ঠা - ১২০ -১২১

৬৮ Census of India 1991 Series-26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page - xvii)

৬৯ District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 2.1

৭০ জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর; মালদহ জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী

৭১. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 2.3

৭২. সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত - মালদহ জেলার জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস, মালদহ চর্চা, পৃষ্ঠা - ১১৪

৭৩. সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত - তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৮

৭৪. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 2.9

৭৫. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 2.3

৭৬. W.W. Hunter - Ibid, Page no - 42 - 44

৭৭. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 2.8

৭৮. পুষ্পজিৎ রায় - জোয়ার সাহিত্য পত্রিকা, সুবোধ চৌধুরী স্মরণ সংখ্যা ৩২ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৫০

৭৯. Census of India 1971, West Bengal, Maldah District, Page - 9

৮০. Census of India 1981, West Bengal, Maldah District

৮১. Census of India 1991 Series-26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District

৮২. Census of India 2001, Maldah District

৮৩. Source : District Statistical Handbook, Maldah, 2002 &
District Statistical Handbook, Maldah, 2006

৮৪. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪

৮৫. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬

৮৬. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, Malda at a glance, Page no (iv)

৮৭. সিদ্ধার্থ গুহ রায় - তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৭

৮৮. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, Malda at a glance, Page no (iii)

৮৯. সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত - তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৭

৯০. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 41

৯১. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 41

৯২. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 42 - 43

৯৩. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 43

৯৪. G.E. Lambourn - Ibid, Page no -43

৯৫. G.E. Lambourn - Ibid, Page no - 43

৯৬. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, Malda at a glance, Page no (iii)

৯৭. District Statistical Handbook, Maldah, 2006, Malda at a glance, Page no - 18

৯৮. G.A. Grierson - Linguistic Survey of India, Vol - V, Part - I, Page no - 119

৯৯. G.A. Grierson - Linguistic Survey of India, Vol - V, Part - II, Page no - 179

১০০. পিনাকীরঞ্জন ঝা - মালদহের খট্টা ভাষা, উত্তরবঙ্গের ভাষা (রতন বিশ্বাস সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা - ৪১৬

১০১. G.A. Grierson - Linguistic Survey of India, Vol - V, Part - II, Page no - 179

১০২. মীর রেজাউল করিম - উত্তর-মালদহের ভাষা : একটি সমীক্ষা, উত্তরবঙ্গের ভাষা (রতন বিশ্বাস সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা - ৫৪৮